বাইডেনের বিরুদ্ধে একাট্টা হচ্ছেন মার্কিন মুসলিমরা

সারে-জমিন

কংগ্রেসের পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল নওদায়

রূপসী বাংলা

ইউরোপে কথা বলার অধিকার যে কারণে আত্মপ্রতারণা

সম্পাদকীয়

বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সড়ক অবরোধ

রূপসী বাংলা

অস্ট্রেলিয়াকে শেষ ম্যাচেও হারাল ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৪ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৯ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 326 ■ Daily APONZONE ■ 4 December 2023 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রাজ্যে হ্যাটট্রিক, ২০২৪ সালে হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি: মোদী

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড় জয়কে তার সরকারের আত্মনির্ভর ভারতের এজেন্ডার বিজয় হিসাবে অভিহিত করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন, রাজ্যগুলিতে তাদের হ্যাটট্রিক ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ের হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি।
বিজেপি সদর দফতরে উচ্ছ্বসিত সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই ফলাফল দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের প্রতি জনগণের সমর্থন দেখায়। তিনি বলেন, বিজেপি কংগ্রেস এবং বিরোধী দলের ইন্ডিয়া ব্লককে একটি শিক্ষা দিয়েছে, মঞ্চে কিছু বংশধরকে একত্রিত করা একটি ভাল ছবি তুলতে পারে তবে জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে না। তিনি বলেন, ভোটাররা দুর্নীতিতে জড়িত এই দলগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছেন, নইলে জনগণ তাদের শেষ করে দেবে।
বিরোধী দলগুলিকে তীব্র আক্রমণ করে মোদি বলেন, কেন্দ্রের উন্নয়ন ও জনগণের মধ্যে কারও আসা উচিত নয়, অন্যথায় জনগণ তাদের সরিয়ে দেবে। তিনি বলেন, কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বলছেন, রাজ্যে আমাদের হ্যাটট্রিক ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি।
তিনি বিরোধী দলগুলিকে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন।।

‘হিন্দি’ বলয়ে হার কংগ্রেসের, সান্ত্বনা শুধু দক্ষিণের তেলেঙ্গানা

তিন রাজ্যে হারলেও আদর্শের লড়াই চলবে: কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপির জন্য এটি একটি বড় বিজয়ের দিন ছিল রবিবার। কারণ তারা উত্তর ভারতে জয়লাভ করেছিল, মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতা ধরে রাখার পর রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিল। তবে, কংগ্রেসকে তেলেঙ্গানা জয়ের মাধ্যমেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। যদিও এটিও ঐতিহাসিক ছিল, কারণ এটি এমন একটি আঞ্চলিক দলকে পরাজিত করেছিল যারা রাজ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।
অস্বীকার করার উপায় নেই আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে শেষ বারের মতো অনুষ্ঠিত রাজ্য নির্বাচনে উত্তর ভারতের তিনটি রাজ্যেই আশানুরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয় পেয়েছে বিজেপি।
রবিবার ভোট গণনার দিন, সকাল থেকেই ছত্তিশগড়ে বিজেপি-র থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিল কংগ্রেস। দেখে মনে হচ্ছিল তারা একটা নিশ্চিত ও সহজ জয়ের দিকে এগোচ্ছে। তবে, সকালের দিকে এই প্রবণতা পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং বিজেপি ধীরে ধীরে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে। উত্তর ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপির জন্য এটি একটি বড় বিজয়ের দিন ছিল কারণ তারা উত্তর ভারতে জয়লাভ করেছিল, মধ্যপ্রদেশে ঝুলছিল এবং রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।
উত্তর ভারতে বিজেপি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক পূর্বাভাস এবং শুক্রবারের এক্সিট পোলের দেওয়া সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশে বিজেপি ১৬৩ টিআসন পেয়েছে এবং কংগ্রেস অনেক পিছিয়ে গিয়ে ৬৬টি আসন পায়। ২৩০ সদস্যের বিধানসভায়

এটি খুব খারাপ পারফরম্যান্স কংগ্রেসের। উত্তর ভারতে বিজেপি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক পূর্বাভাস এবং এক্সিট পোলের দেওয়া সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, মধ্যপ্রদেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বাধীন রাজ্যের কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমুখী নীতির জন্য তাদের সমস্ত আশীর্বাদ দিয়েছে। চারবারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ‘এই রাজ্য মোদীজির হৃদয়েও রয়েছে। গত ১৮ বছর ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি।
গৌরবের মুহূর্তে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার লাডলি লক্ষ্মী এবং লাডলি বেহনার মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং কৃষক, দরিদ্র মানুষ এবং যুবকদের কল্যাণে প্রচুর কাজ করা হয়েছে।
চৌহান এবং তাঁর পূর্বসূরি এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কমল নাথ সহ মোট ২,৫৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।
বিজেপি যদি মধ্য ভারতের রাজ্যটিতে নির্ণায়ক জয় নিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়, তবে তারা প্রতিবেশী রাজস্থানে কংগ্রেসের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল রে প্রস্তুতি নিয়েছে, যারা ঐতিহ্যগতভাবে দুটি দলকে বিকল্পভাবে ভোট দিয়েছে। বিজেপি ১টি আসনে এগিয়ে থাকলেও কংগ্রেস এগিয়ে ছিল ৭২টি আসনে।
একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ১৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়।
একইভাবে, রাজস্থানে ২২০ আসনের বিধানসভায় বিজেপির ১১২টি আসন মেলে এবং কংগ্রেস পায় ৭০টি আসন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত কংগ্রেস অশোক গেহলটের নেতৃত্বে ছিল। কিন্তু মজার বিষয় হল, বিজেপির কোনও মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী নেই। রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম কবে ঘোষণা করা হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ যোশী বলেন, “খুব শিগগিরই এবং সুষ্ঠুভাবে” এটি হবে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত সংবাদমাধ্যমকে বলেন, জাদুর অবসান হয়েছে এবং রাজস্থান জাদুকরের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে। জনগণ নারীর সম্মান ও দরিদ্রদের কল্যাণে ভোট দিয়েছে। তিনি একজন জাদুকরকে উল্লেখ করেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট সম্পর্কে, যার বাবা লক্ষ্মণ সিং গেহলট একজন পেশাদার জাদুকর ছিলেন।
এছাড়া ছত্তিশগড়ে যেখানে কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে এগিয়ে ছিল, সেখানে বিজেপি প্রায় ৫৪ টি আসন পায়, যেখানে কংগ্রেস ৩৪টি আসন পেয়েছে। ছত্তিশগড়ে পরাজয় কংগ্রেসের জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা। ছত্তিশগড় বিধানসভায় ৯০টি আসন রয়েছে এবং জয়ের জন্য প্রয়োজন ৪৬টি আসন। তা অর্জন করেছে বিজেপি।
উত্তর ভারতে কংগ্রেসের হাতে এখন শুধু হিমাচল প্রদেশ।
কংগ্রেসের জন্য একটি ছোট সান্ত্বনা হল তারা ভোটের শতাংশের দিক থেকে খুব বেশি হারায়নি। এই চারটি রাজ্যে ১৬ কোটিরও বেশি ভোটার রয়েছে এবং ৫৪৩ সদস্যের সংসদে ৮২টি আসন রয়েছে। ১১৯ আসনের তেলেঙ্গানা বিধানসভায় কংগ্রেস ৬৫টি আসন পেয়েছে।
একজন নির্বাচন বিশ্লেষক মনে করেন, কংগ্রেস উত্তর ভারতের তিনটি রাজ্যেই উপজাতি ভোট হারিয়েছে। তবে এর কারণ পরিষ্কার নয়।

যোগী রাজ্যে সরকারি মাদ্রাসায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশ সরকার কর্মকর্তাদের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সমস্ত রাষ্ট্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় উপলব্ধ মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে।
উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ইফতিকার আহমেদ জাভেদ এই আদেশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, এই ধরনের তদন্ত একটি ‘রুটিন প্রক্রিয়া’ হয়ে উঠেছে, যার ফলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা কার্যক্রম এবং কার্যকারিতা ব্যাহত হচ্ছে।
তিনি বলেন,তদন্তে কোনও আপত্তি নেই, তবে এটি একবার সঠিকভাবে করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে মাদ্রাসাগুলির কাজকে কেন্দ্রীভূত করা যায়।
সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগের পরিচালক জে রিভা গত ১ ডিসেম্বর পাঠানো এক চিঠিতে সমস্ত বিভাগীয় উপ-পরিচালক এবং সমস্ত জেলা সংখ্যালঘু কল্যাণ আধিকারিকদের মাদ্রাসায় মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং যোগ্য শিক্ষকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
চিঠিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধানমূলক, আকর্ষণীয় এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ এবং তাদের মূলস্রোতে সংহত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। চিঠিতে বলা হয়েছে, মাদ্রাসা ভবন, সেখানে উপলব্ধ মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের শিক্ষাগত রেকর্ডের তদন্ত হওয়া উচিত। চিঠিতে আগামী ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্ত শেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে প্রায় ২৫,০০০ স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত মাদ্রাসা চালু রয়েছে, যার মধ্যে ৫৬০ টি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান পায়। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে এখনও মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে এবং সেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা মানসম্মত, বৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক শিক্ষা পাচ্ছে না, যার ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব রয়েছে। তদন্তের জন্য জেলা সংখ্যালঘু কল্যাণ আধিকারিক এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
এছাড়াও, যে সব জেলায় ২০টিরও বেশি মাদ্রাসা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান পায়, সেখানে এই কাজটি দ্রুত শেষ করার জন্য একটি অতিরিক্ত কমিটি গঠন করা হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউপি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জাভেদ বলেন, তিনি চিঠির বিষয়ে অবগত আছেন এবং এ ধরনের তদন্ত আসন্ন বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতিব্যাহত করবে।
তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বোর্ড মিটিংয়ে এই তদন্তের বিষয়ে কোনও পরামর্শ বা প্রস্তাব দেওয়া হয়নি এবং আদেশ জারির আগে তাকে অবহিত করা হয়নি। তিনি বলেন যে সরকার সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির তদন্ত করতে স্বাধীন এবং মাদ্রাসাগুলির তদন্ত এখন একটি রুটিন প্রক্রিয়া তে পরিণত হয়েছে যা এর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে।
রাজ্য সরকার গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাজ্যের সমস্ত স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত মাদ্রাসাগুলির একটি বিস্তৃত পরীক্ষা চালিয়েছিল, যেখানে রাজ্যে প্রায় ৮,০০০ মাদ্রাসা অস্বীকৃত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ২০১৭ সালে, রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে মাদ্রাসা বোর্ডের পোর্টালে শিক্ষকদের বিবরণ এবং অন্যান্য জিনিস আপলোড করতে বলা হয়েছিল।
তিনি বলেন, সমস্ত স্বীকৃত মাদ্রাসার শিক্ষকদের শিক্ষাগত রেকর্ড বোর্ডের রেকর্ডে রয়েছে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসাগুলিতে বিদেশী তহবিলের তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করেছে, যথাযথ কাগজপত্রের অভাবে মাদ্রাসা ব্যবস্থাপকদের নোটিশ জারি করা হয়েছে, এমনকি কয়েকজনকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিদিন ১০,০০০ টাকা দিতে বলা হয়েছে। এসআইটি ইতিমধ্যে তদন্তও শুরু করেছে

কংগ্রেসের ভরাডুবির পর ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মুখ মমতাই: কুনাল

আপনজন ডেস্ক: তিন রাজ্যে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর মুখ খুলল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বাংলার বলেছেন, এটা বিজেপির সাফল্য নয়, পুরনো দলের ব্যর্থতা।
মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপির জয়ের প্রতিফলন নেই। বরং এটা দেখায় যে কংগ্রেস কীভাবে নির্বাচনী অনুশীলনে ব্যর্থ হয়েছে।
তাই কুনাল ঘোষ বলেছেন, এবার ‘ইন্ডিয়া’ জোটের প্রধান মুখ মমতাই। ইন্ডিয়া জোট ৬ ডিসেম্বর জোট সঙ্গীদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছে। তার আছে কুনাল ঘোষ তৃণমূলের পক্ষে বার্তা দিলেন, ইন্ডিয়া জোটের প্রধান মুখ মমতাকেই করা উচিত।
কুনাল ঘোষের দাবি, কংগ্রেস ব্যর্থ হওয়ায় ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের উচিত লোকসভা বোটে মমতাকেই প্রধান মুখ বা মডেল করে এগিয়ে যাওয়া। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেহে একমাত্র বিজেপিকে হায়োনার ক্ষমতা রাখে। এ প্রসঙ্গে কুনাল বলেন, এই ব্যর্থতা থেকে কংগ্রেসের শিক্ষা নেওয়া উচিত। যে রাজ্যে কংগ্রেস শক্তিশালী, সেখানে যদি কংগ্রেস দুর্গ রক্ষা করতে না পারে, তবে শিক্ষা নিতে পারে। কংগ্রেসের নেতাদের জমিদারি মনোভাব ছাড়তে হবে । দ্রুত বিরোধী নেতাদের ঠিক করতে হবে আগাম লোকসভা নির্বাচনে জোটের প্রধান মুখ কে হবেন। কুনাল আরও বরেন, একদিকে যেমন উন্নয়ন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন, জনমুখী প্রকল্প তৈরিতে দেশে মডেল তিনি, তেমনি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হওয়ার কৃতিত্ব মমতারই আছে। তাই গোটা দেশে মমতা মডেল জনগণের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। সেজন্য বিরোধীদের উচিত মমতা মডেলকে সামনে রেখেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করা।
কুণাল ঘোষ দাবি করেন, স্ট্র্যাটেজি কী হবে তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে যে যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলো যদি কার্যকর করতেন, তাহলে তিন রাজ্যে কংগ্রেসকে এভাবে হারতে হত না বিজেপির কাছে।

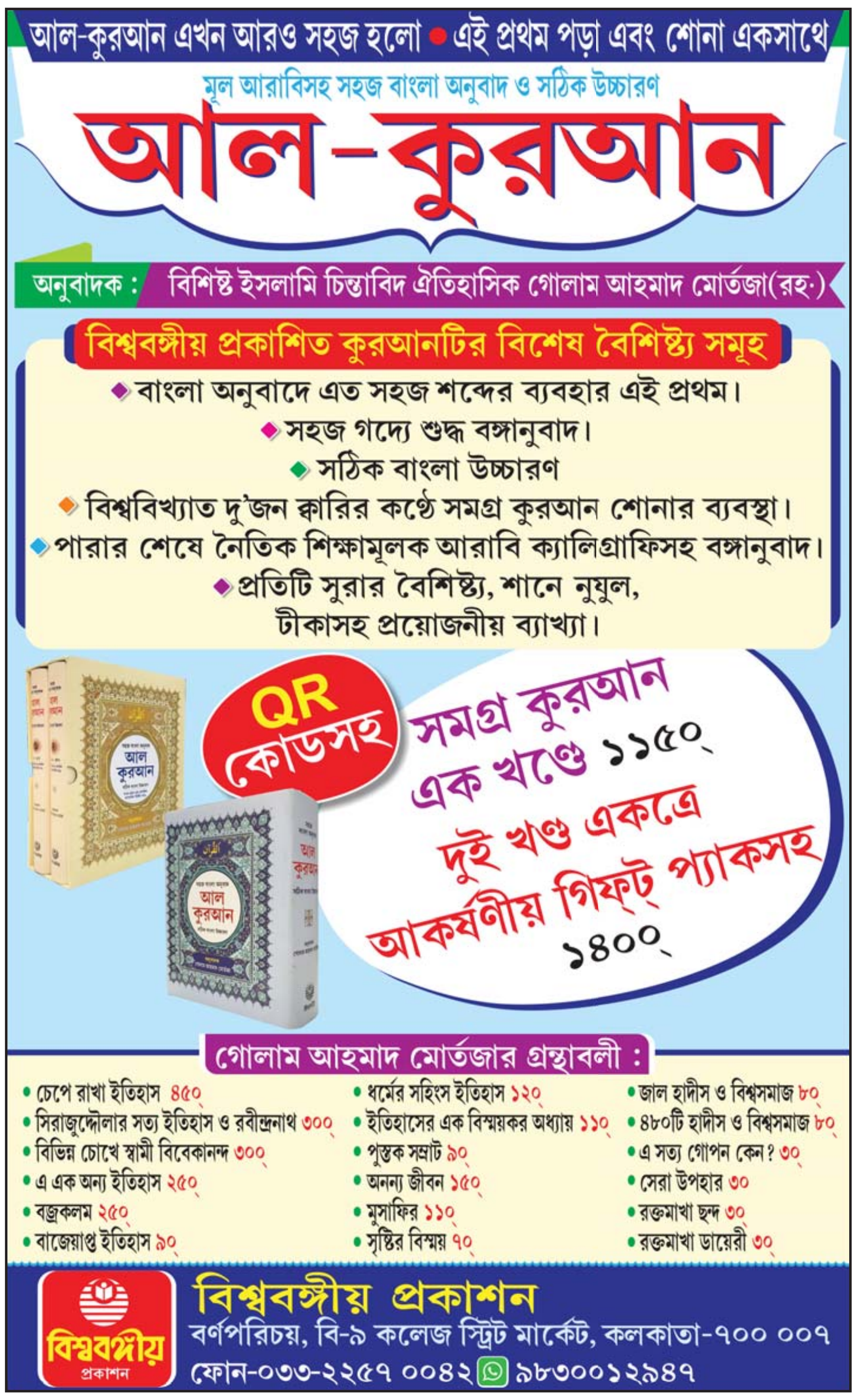

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩২৬ সংখ্যা, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৯ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

শিশুদের নিরাপত্তা

আজ যাহারা শিশু, ভবিষ্যতে তাহারাই হইবে দেশ গড়ার কারিগর। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশের কর্ণধার। তাহারা দেশ ও জাতিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে, উন্নত করিবে শির বিশ্বদরবারে। এই সকল শিশুর বিচরণপক্ষত্র হইতেছে মাতৃক্রোড়, উন্মুক্ত প্রান্তর, শিক্ষাঙ্গন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াও বহু শিশু তাহাদের শৈশব হারাইতেছে। সহিংসতার শিকার হইতেছে। অকালে ঝরিয়া যাইতেছে পৃথিবীর বুক হইতে। বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স.) বলিয়াছেন, 'শিশুরা বেহেশতের প্রজাপতি। প্রজাপতি যেমন তাহাদের সুন্দর শরীর ও মন দিয়া ফুলবনের সৌন্দর্য বর্ধিত করে, তেমনি শিশুরাও তাহাদের সুন্দর মন ও অমলিন হাসি দিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ধন করে।' অথচ দেশব্যাপী এই সকল নিষ্পাপ শিশুর প্রতি নানা ধরনের সহিংসতা বাড়িয়া চলিয়াছে, যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৩২ জন শিশু সহিংসতার শিকার হইয়াছে। যাহার বিপরীতে মামলা হইয়াছে ৪ হাজার ৬৭৫টি; কিন্তু সাজা পাইয়াছে মাত্র ২৪ জন অপরাধী। গত পাঁচ বছরে ২ হাজার ৫৯০ জন শিশুকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ধর্ষণের শিকার হইয়াছে ৩ হাজার ৫৯৬ জন এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হইয়াছে ৫৮০ জন। এই উপাত্ত শুধু গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত সংখ্যার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার মানে, প্রকৃত সংখ্যা ইহার চাইতেও অনেক অধিক। মানুষের বিবেকবোধ কতটা লোপ পাইলে, সামাজিক অবক্ষয় কতটা মারাত্মক রূপ ধারণ করিলে তাহারা শিশু হত্যার মতো এমন গর্হিত কাজ করিতে পারে তাহা ধারণার বাহিরে। ভাবিতেও অবাক লাগে, মানুষ এখন কতটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে!

শিশুদের প্রতি সহিংসতা বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে, যাহা খুবই উদ্বেগজনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক কলহ, প্রতিহিংসা, লোভ-লালসা চরিতার্থ, জায়গাজমি বা সম্পত্তি লইয়া শত্রুতা বা বিরোধ, মুক্তিপণ ও স্বার্থ আদায়, সামাজিক অস্থিরতা এবং অবক্ষয়, মূল্যবোধের অভাব, পিতা-মাতার সম্পর্কের জটিলতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ, মানসিক বিষাদ, হতাশা ইত্যাদি কারণে শিশুদের উত্পীড়ন, বলাত্কার ও হত্যা করা হইতেছে। শিশুদের প্রতি এমন সহিংসতা খুবই মর্মান্তিক, যাহা তাহাদের পরিবারকে যেমন বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ করে, তেমনি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া তোলে। পত্রিকার পাতায় শিশুদের প্রতি সহিংসতার যেই সমস্ত লোমহর্ষক কাহিনি ছাপা হইতেছে, তাহা দেখিলে বাক্রুদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। সন্তানহারা পিতা-মাতার কান্না আর আর্তনাদ দেখিয়া চোখের পানি আটকাইয়া রাখা যায় না।

আমাদের দেশে শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে বেশ কিছু আইন রহিয়াছে। শিশুদের সুরক্ষার জন্য এই সমস্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। অনেক সময় অপরাধীরা প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকায় আইনি প্রক্রিয়া স্বাভাবিক গতি পায় না। আইনের ম্যারপ্যাঁচ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণে অপরাধীরা পার পাইয়া যায়। ইহা ছাড়াও অনেক সময় আইনের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার না করা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে আসামির শাস্তি নিশ্চিত করা যায় না। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে যদি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ করিবার স্পৃহা কমিয়া যাইবে। দেশকে শিশুর নিরাপদ বসবাসের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও উদ্যোগ লইতে হইবে। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর নির্ভর না করিয়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার মাধ্যমে দেশকে শিশুবান্ধব হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অপরাধীদের ভয়াবহ দানবীয়তা শেষ হইয়া তাহাদের হৃদয়ে মনুষত্বের জাগরণ এবং শুভবুদ্ধির উদয় হউক—ইহাই দেশের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের কাম্য।

●●●●●●●●●●●●

ইউরোপে কথা বলার অধিকার যে কারণে আত্মপ্রতারণা

ইউরোপে ফ্রিডম অব স্পিচ বা কথা বলার স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। বিষয়টি ওপর থেকে দেখলে তাই অনুমিত হবে। কিন্তু নিজেদের রাজনীতি বা স্বার্থের বাইরে কিছু ঘটলে, কথা বলার স্বাধীনতাই নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। সম্প্রতি ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত সেই সত্যটি প্রকাশ হয়েছে অত্যন্ত নগ্নভাবে। ইউরোপের দেশে দেশে নিষেধাজ্ঞার এই চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন, শিল্পচর্চা থেকে খেলার মাঠ পর্যন্ত গড়িয়েছে। ইউরোপীয় মানবাধিকার, গণতন্ত্রচর্চা ও কথা বলার অধিকার নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে সুনাম রয়েছে, তা এখন কালিমালিপ্ত। লিখেছেন **সরাফ আহমেদ**।

ইউরোপে ফ্রিডম অব স্পিচ বা কথা বলার স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। বিষয়টি ওপর থেকে দেখলে তাই অনুমিত হবে। কিন্তু নিজেদের রাজনীতি বা স্বার্থের বাইরে কিছু ঘটলে, কথা বলার স্বাধীনতাই নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। সম্প্রতি ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত সেই সত্যটি প্রকাশ হয়েছে অত্যন্ত নগ্নভাবে। ইউরোপের দেশে দেশে নিষেধাজ্ঞার এই চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন, শিল্পচর্চা থেকে খেলার মাঠ পর্যন্ত গড়িয়েছে। ইউরোপীয় মানবাধিকার, গণতন্ত্রচর্চা ও কথা বলার অধিকার নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে সুনাম রয়েছে, তা এখন কালিমালিপ্ত।

পশ্চিমাদের কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তে মানবেতর ঘটনা ঘটলেও ইউরোপজুড়ে গোটা কয়েক বুদ্ধিজীবী, দার্শনিকেরা মুখ খুলছেন। একই অবস্থা পৃথিবীখ্যাত ইউরোপ-আমেরিকার তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলোর। বর্তমান সময়ে ফিলিস্তিনের গাজাতে অবর্ণনীয় অবস্থার মুখে হাজার হাজার নারী, শিশু বা সাংবাদিকেরা মারা যাচ্ছে। অথচ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বা জার্নালিস্ট উইদাউট বর্ডার একবারও মুখ খুলছে না। ইসরায়েলের সমালোচনা করে ফিলিস্তিনের পক্ষে কেউ কিছু বললে বা লিখলে তাকে ইউরোপে প্রচলিত তথ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় নাজেহাল করা হচ্ছে। আদতে হচ্ছেও তা-ই, গত ৪ নভেম্বর বার্লিনে ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভ আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ১০ হাজার লোকের সংহতি মিছিলে দেখা হয়েছিল মিসরের ছেলে ইয়াহিয়া আবদেল ওসামার সঙ্গে। হ্যানোভার শহরে ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে যে বিক্ষোভ হয়েছিল, সেখানে তিনি শুধু সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রেখেছিলেন। আর সেই কারণে তার কাজের জায়গায় এখন নানা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

সম্প্রতি জার্মান দার্শনিক এবং সাবেক সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জুলিয়ান নিদা-রমেলিন বলছেন, 'নানা বিষয়ে পশ্চিমাদের আত্মপ্রচারণা আসলে আত্মপ্রতারণা।' তিনি বার্লিনার জেইতুং পত্রিকাকে বলেছেন, প্রাচ্যের রাজনীতি নিয়ে পশ্চিমে একটি নির্বুধিতা আছে। পশ্চিমারা যদি ভাবে মিসরে মোবারক, ইরাকে সাদ্দাম হোসেন বা সিরিয়ায় আসাদের মতো নেতাদের পতন ঘটানো যায়, তবে সেখানে পশ্চিমা ধাঁচের, উদার গণতন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবির্ভূত হবে। কিন্তু কেন এটা ঘটতে হবে? শুধু স্বৈরশাসকদের উৎখাত করার কারণে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে বলে আশা করাটা ভ্রান্ত ধারণা। আজ ইরাক লিবিয়া বা আফগানিস্তানে পশ্চিমা হস্তক্ষেপের পর কী ঘটছে, তা আমাদের দেখতে হবে। পশ্চিমাদের ভুল হস্তক্ষেপের কারণে সেখানে মৌলবাদ আরও বেড়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি পশ্চিমাদের ইউরোপের দেশে দেশে কট্টরবাদী জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান থামানোর দিকে নজর দেওয়ার কথা বলেছেন। জার্মান মিডিয়ায় ফিলিস্তিন, শরণার্থী এবং অভিবাসন বিষয়ে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশের তিনি নিন্দা করেন।

উত্তর জার্মানির লুনেবার্গ শহরের লিউফানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দার্শনিক এবং লেখক রিচার্ড ডেভিড প্রেচ্টকে সম্মানসূচক অধ্যাপক পদ থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ তথ্য জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ করা হলে তিনি তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

৭ নভেম্বর ব্যাভেরিয়া প্রদেশের পুলিশ মিউনিখ শহরে ১৭ জন ব্যক্তির বাড়ি তল্লাশি করে তাঁদের কম্পিউটার জব্দ করেছে। ২ জন নারী ও ১৫ জন পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছে এবং ইহুদিবিদ্বেষী কথা লিখেছে। অবশ্য এখন এ ধরনের ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জার্মানিজুড়ে পুলিশ তৎপরতা চালাচ্ছে।

আদতে হচ্ছেও তা-ই, গত ৪ নভেম্বর বার্লিনে ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভ আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ১০ হাজার লোকের সংহতি মিছিলে দেখা হয়েছিল মিসরের ছেলে ইয়াহিয়া আবদেল ওসামার সঙ্গে। হ্যানোভার শহরে ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে যে বিক্ষোভ হয়েছিল, সেখানে তিনি শুধু সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রেখেছিলেন। আর সেই কারণে তার কাজের জায়গায় এখন নানা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

জার্মান ফুটবল লিগ বা বুন্দেসলিগায় এফএসভি মাইনজ ফুটবল দলের ২৮ বছর বয়সী মরোক্কান বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় আনোয়ার এল গাজী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসরায়েলবিরোধী পোস্ট দেওয়ার কারণে মাইনজ ফুটবল দল, তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে ক্লাবের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলেও স্ট্রাইকার গাজী বারবার ইসরায়েলবিরোধী ইনস্টাগ্রাম পোস্ট প্রকাশ করছিল।

এল গাজি জানিয়েছে, সতর্ক হওয়ার পর 'আমি নতুন পোস্টে এমন কোনো বিবৃতি দিইনি, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দ্বারা নিষিদ্ধ'। আনোয়ার এল গাজি তাঁর সঙ্গে চুক্তি লঙ্ঘনের দায়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

উত্তর জার্মানির শ্লিসভিগ হোলস্টেইন রাজ্যের সামাজিক মন্ত্রী ছিলেন পরিবেশবাদী সবুজ দলের আমিনাটা টোরে। তিনি গত ১৭ অক্টোবর ফটো শেয়ারিং সাইট ইনস্টাগ্রামে ইসরায়েলের সমালোচনা করে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন। এই পোস্ট দেওয়ার পর তাঁর মন্ত্রিত্ব চলে যায়। মন্ত্রী আমিনাটা টোরে বলেন, এই পোস্টটি তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান। শ্লিসভিগ হোলস্টেইন রাজ্য সরকারের মতামত নয়। তবু তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, 'আমাদের অবস্থান স্পষ্ট, আমরা ইসরায়েলের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছি, তাদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকারকে কোনো সময় প্রশ্নবিদ্ধ করা উচিত নয়।'

জার্মানির ডের স্পিগেল পত্রিকাটি জানিয়েছে, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় জার্মানির তিন শহর ম্যানহেইম, লুডভিগশহাফেন ও হাইডেলবার্গে ফটোগ্রাফির জন্য পরিকল্পিত চতুর্থ বিওনালে বাতিল করা হয়েছে। কারণ, ফেসবুকে ইহুদিবিরোধী পোস্ট।

বাংলাদেশের তিন স্বনামধন্য আলোকচিত্রশিল্পী শহিদুল আলম, তানজিম ওয়াহাব এবং মুনেম ওয়াসিফ ওই আলোচ্য আলোকচিত্র প্রদর্শনীর কিউরেটর ছিলেন। আয়োজক শহরগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনজন কিউরেটরের একজন শহিদুল আলম তাঁর ফেসবুকে 'ইহুদিবিরোধী পোস্ট' প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের একটি সাক্ষাৎকারে হলোকাস্টের সঙ্গে বর্তমান যুদ্ধের তুলনা এবং গাজায় ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরায়েল রাষ্ট্র কর্তৃক গণহত্যার অভিযোগ করেছেন।

সম্প্রতি স্পেনের বার্সেলোনায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর জোটের ফোরামের সভায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল বলেছেন, 'ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার মানবিক আইনসহ আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা উচিত। ইইউ বিপুলসংখ্যক বেসামরিক হতাহত, বিশেষ করে হাজার হাজার শিশু ও নারীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। এ ছাড়া একটি ভয়াবহতা আরেকটি ভয়াবহতাকে সমর্থন করতে পারে না।'

অথচ ইউরোপের অনেক দেশেই ইসরায়েলের সমালোচনা বা ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে কিছু বলা যাচ্ছে না। জার্মান সাংবাদিক এবং লেখক অ্যালিস হ্যাস্টারস লিখেছেন, 'আমি ইসরায়েল সরকার এবং তাদের সহিংস কাজের সঙ্গে ইউরোপীয় সরকারগুলোর একপেশে সংহতির নিন্দা করি। মনে হচ্ছে যেন জার্মানি শুধু মুসলিমবিদ্বেষী এবং ফিলিস্তিনিবিরোধী বর্ণবাদ ছড়িয়ে ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইছে।'

আদতে হচ্ছেও তা-ই, গত ৪ নভেম্বর বার্লিনে ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভ আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ১০ হাজার লোকের সংহতি মিছিলে দেখা হয়েছিল মিসরের ছেলে ইয়াহিয়া আবদেল ওসামার সঙ্গে। হ্যানোভার শহরে ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে যে বিক্ষোভ হয়েছিল, সেখানে তিনি শুধু সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রেখেছিলেন।

আর সেই কারণে তার কাজের জায়গায় এখন নানা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

ইউরোপের মানবিকতা, মানবাধিকার ও কথা বলার স্বাধীনতার যে কথা আমরা অহরহ শুনে থাকি, তার গভীরে গেলে অন্য কদাকার রূপ প্রকাশ পাবে।

সরাফ আহমেদ
প্রথম আলোর জার্মান প্রতিনিধি
সৌ: প্র: আ:

রিম আবু-এল-ফাদল

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের চাপ যেভাবে সামলাচ্ছে মিসর

একই আরব জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের কারণে ফিলিস্তিন বিষয়ে মিসরীয়দের সমর্থন দেওয়ার ইতিহাসটা দীর্ঘ। ত্রিশের দশকে মিসরের জনগণ প্রথম জায়নবাদী ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতা করেছিল। মিসরের সেনাবাহিনী ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন যুদ্ধে লড়াই করেছিল।

পঞ্চাশের দশকে মিসরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্রীয় সমর্থন দিয়েছিলেন। ইসরায়েলের আক্রমণের পর ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন। নাসেরের উত্তরসূরি প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের প্রথম দিকে বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন। মিসরীয় সেনারা সুয়েজ খাল পেরিয়ে সিনাই মুক্ত করেছিলেন। সেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বিমান থেকে ইসরায়েলি বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করার পরই কেবল ইসরায়েলি বাহিনী ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

পরবর্তীকালে সাদাত ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক 'স্বাভাবিক' করার পথ নেন। ১৯৭৯ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তির বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র মিসরের জনগণকে সাহায্য-সহযোগিতা দেয়।

এরপর ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে মিসরের ক্ষমতায় যাঁরা থেকেছেন, তাঁরা ইসরায়েলের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য এমনভাবে কাজ করেছেন, যেন ইসরায়েল দৈনন্দিন বাস্তবতার অংশ।

নিজের কর্মকাণ্ডের ন্যায্যতা দিতে গিয়ে সাদাত দাবি করেছিলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের ৯৯ শতাংশ কার্ড যুক্তরাষ্ট্রের হাতে।' এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, বছরের পর বছর ধরে মিসরীয় ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে চলে আসা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতাকে মুছে ফেলা। কিন্তু এটা কখনোই সফল প্রকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হোসনি মোবারক ফিলিস্তিন ইস্যুতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হতে দিয়েছিলেন, যাতে করে দেশের ভেতরকার দুর্দশা থেকে জনসাধারণের মন ভিন্ন দিকে সরে থাকে। কিন্তু ঘটনাচক্রে, এই সব প্রতিবাদ-বিক্ষোভই ২০১১ সালে মোবারকের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের জমিন তৈরি করে দিয়েছিল।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসির আমলে যেকোনো গণজমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সময় ফিলিস্তিনিদের প্রতি মিসরীয়দের সমবেদনা জানানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ২০২১ সালের মে মাসে ফিলিস্তিনিদের বিদ্রোহের সময় মিসরীয়রা কোনো সংহতি দেখায়নি। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের ঘটনায় ব্যাপারটা আর তেমন থাকেনি। গাজায় বোমা হামলা শুরু হলে মিসরীয়দের মধ্যে একধরনের অক্ষমতাবোধ জন্ম হয়। মিসরের সীমানাবর্তী রাফায় অব্যাহতভাবে বোমা হামলা চালায় ইসরায়েল। গাজায় ত্রাণবাহী গাড়ি প্রবেশে বাধা দেয়। গাজায় ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র যতই সামনে আসতে থাকে, মিসরীয়দের দুঃখ ও ক্রোধ ততই বাড়তে থাকে। সমমর্মিতার জোরালো এই প্রকাশ নিশ্চিতভাবেই ফিলিস্তিনিদের প্রতি সক্রিয় সমর্থনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে।

মিসরের দম বন্ধ করা রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই অনেকে এখন ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়া পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর পণ্য ও সেবা বর্জনের ডাক দিচ্ছেন।

মিসরের তরুণ প্রজন্ম মনে করছেন, ইসরায়েলের নিষ্ঠুরতা ও তাতে পশ্চিমের অন্ধ সমর্থন, তাদের জন্য জেগে ওঠার সতর্কবার্তা।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর মিসরের অনেক তরুণ পশ্চিমা জনপ্রিয় ও ভোগবাদী সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ভাষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। প্রায় এক রাতের মধ্যে লাখ লাখ মিসরীয়র সেই মিথ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কেননা, তাঁরা দেখতে পান যে ইসরায়েল যখন গাজায় গণহত্যা করে চলেছে, তখন ওয়াশিংটন, ব্রাসেলস ও লন্ডন তার অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে।

ইসরায়েলের দুষ্কর্মের সহযোগী অনেক আঞ্চলিক দেশের ক্ষেত্রেও মিসরীয়দের একই মনোভাব। সম্প্রতি রিয়াদে অনুষ্ঠিত একটি চিত্র প্রদর্শনীর উৎসব বর্জন করেন মিসরীয় শিল্পীরা। মিসর সরকারের দীর্ঘদিনের উদ্বেগ হলো, ইসরায়েল চাইছে মিসরে সংঘাত 'রপ্তানি' করতে। ১৩ অক্টোবর ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার ফাঁস হওয়া নথিতে দেখা যাচ্ছে, গাজার ফিলিস্তিনিদের সিনাই উপত্যকায় 'স্থানান্তর' করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পুরো পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া ইসরায়েল মিসরের ওপর চাপ তৈরি করে ফিলিস্তিনিদের গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু আরব সম্মেলনে বক্তৃতাকালে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপকালে বারবার করে সিসি না বলে দিয়েছেন।

সিসি সরকার এখন মিসরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের যাতে সিনাই উপত্যকায় পাঠিয়ে দিতে না পারে, সেটা প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন। ১৮ অক্টোবর সিসি বলেছেন, লাখ লাখ জনতাকে নিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের চাপ প্রতিরোধ করবেন।

রিম আবু-এল-ফাদল সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের মধ্যপ্রাচ্যের তুলনামূলক রাজনীতির জ্যেষ্ঠ প্রভাষক
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

ফিলিপাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা হামলা, নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্রিস্টানদের সমাবেশে বোমা হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন।

রোববার দেশটির মারাউই শহরের মিন্দানাও স্টেট ইউনিভার্সিটির (এমএসইউ) জিমন্যাসিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন লানাও দেল সুরের মিন্দানাও গভর্নর মামিন্টাল আলন্তো আদিওং জুনিয়র। তিনি বলেন, আমার প্রদেশে আমরা মৌলিক মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখি। এর মধ্যে ধর্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত।

মামিন্টাল আলন্তো আদিওং বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সন্ত্রাসী হামলারও নিন্দা করা উচিত। কারণ এগুলো এমন জায়গা যা শান্তির সংস্কৃতিকে প্রচার করে এবং আমাদের তরুণদের এই দেশের ভবিষ্যৎ গঠনকারী হিসেবে গড়ে তোলে।

এর আগে ২০১৭ সালে শহরটিতে সরকারি বাহিনী ও জঙ্গি সংগঠন আইএসের সশস্ত্র যোদ্ধাদের সঙ্গে পাঁচ মাসব্যাপী সংঘাত হয়।

৫২ দিন ধরে বিদ্যুৎহীন গাজা: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বিগত ৫২ দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ এক আপডেটে বলছে, অবরুদ্ধ এলাকায় ১১ অক্টোবর থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রয়েছে। রোববার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

জানা গেছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেও, গাজায় চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে মাত্র ১৩ দশমিক ৩ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকতো।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক দশক ধরে, গাজা উপত্যকা একটি দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুতের ঘাটতিতে ভুগছে, যা এরই মধ্যে সেখানকার জীবনযাত্রাকে ভঙ্গুর করে তুলেছে।

গাজায় চলমান বিদ্যুৎ ঘাটতি অত্যাবশ্যকীয় সেবা বিশেষ করে স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন প্রাপ্যতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। এছাড়া উৎপাদন ও কৃষি খাতকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হামলার পর গাজায় সর্বাত্মক অবরোধ আরোপ করে ইসরায়েল। গাজায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খাদ্য, পণ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয় তারা।

হামাসের হামলার প্রতিরোধ নিতে সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের তালিকায় ১০ হাজারের বেশি নারী ও শিশু রয়েছে।

ইসরায়েলের নির্বিচারে বোমা হামলা, ১ দিনে ৭০০ ফিলিস্তিনির মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: সাত দিনের অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি শেষে গত শুক্রবার থেকে আবারও গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালানো শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এখন তারা গাজার দক্ষিণাঞ্চলে বিমান থেকে অনবরত বোমা ফেলছে।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৭০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। রবিবার (৩ ডিসেম্বর) গাজার সরকারি মিডিয়া অফিসের মহাপরিচালক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি আরো জানিয়েছেন, গাজা উপত্যকায় এখন ১৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছে।

যুদ্ধের শুরুতে উত্তরাঞ্চলে হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েলিরা। ওই সময় সাধারণ মানুষকে দক্ষিণাঞ্চলে সরে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। তারা বলেছিল, গাজার দক্ষিণাঞ্চলে চলে গেলে নিরাপদ থাকা যাবে।

তবে এখন এই দক্ষিণাঞ্চলেই হামলা চালানো শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক প্রাণহানি হচ্ছে।

গাজায় সাধারণ ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যেসব বোমা ব্যবহার করছে সেগুলো তাদের সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল ও ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, ইউএস সি-১৭ সামরিক কার্গো বিমান দিয়ে ইসরায়েলে এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার বোমা পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী 'বাংকার বাস্টার' বোমা। এ ছাড়া দখলদার ইসরায়েলিদের ১৫৫ মিলিমিটারের ৫৭ হাজার শেল দিয়েছে মার্কিনিরা। ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল আরো জানিয়েছে, গাজায় দখলদার ইসরায়েলি সেনারা সবচেয়ে ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী যেসব হামলা চালিয়েছে সেগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বোমা।

বর্তমানে গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে ইসরায়েল। খান ইউনিসের বাসিন্দারা জানান, প্রায় দুই মাস আগে যুদ্ধ শুরুর পর গতকাল শনিবার এখানে সবচেয়ে বেশি বোমা ফেলেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, ইসরায়েলিদের এমন অব্যাহত হামলা গাজার বাসিন্দাদের মিসরের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এতে সেখানে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে ইসরায়েল গাজার বাসিন্দাদের মিসরের দিকে পাঠানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে গাজার সীমান্ত লাগোয়া মিসর। এর অংশ হিসেবে খান ইউনিস থেকে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের সীমান্তবর্তী অঞ্চল রাফাহতে চলে যেতে বলছে। তবে মিসর জানিয়েছে, জোরপূর্বক গাজার বাসিন্দাদের অন্যত্র স্থানান্তর কখনো মেনে নেবে না তারা।

যুদ্ধ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আর কোনো বন্দিবিনিময় নয়: হামাস

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের গণহত্যা পুরোপুরি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তেল আবিবের সঙ্গে আর কোনো বন্দি বিনিময় করবে না হামাস।

ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের রাজনৈতিক শাখার উপ প্রধান সালেহ আল-আরুরি এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

তিনি শনিবার আল-জাজিরাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই মুহূর্তে বন্দি বিনিময় নিয়ে আর কোনো আলোচনা হচ্ছে না।

হামাসসহ সকল প্রতিরোধ আন্দেলন এখন এই বিষয়ে একমত যে, গাজার বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে বন্ধ না হওয়ার পর্যন্ত আর কোনো বন্দি বিনিময় হবে না।

গাজায় আবার যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা করে হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্ত করে নেয়ার লক্ষ্যে কাতারে এক সপ্তাহ আগে মোসাদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল ইহুদিবাদী সরকার। আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দেয়ায় গতরাতে যখন দলটিকে তেল আবিবে ডেকে নেয়া হয় তখন সালেহ আল-আরুরি এ প্রত্যয় জানালেন।

তিনি বলেন, দখলদার ইসরায়েল ভেবেছিল এটি আবার গাজায় আগ্রাসন শুরু করলে আমরা ভয় পেয়ে বন্দিদের ছেড়ে দিতে শুরু করব। কিন্তু আমাদের আনুষ্ঠানিক অবস্থান হচ্ছে, বাকি বন্দিদের নিয়ে আলোচনা হবে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এ পর্যন্ত যাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে তারা বেসামরিক নাগরিক ছিল বলে জানান আরুরি।

তিনি বলেন, এখন যারা আমাদের হাতে বন্দি আছে তার হয় ইসরায়েলি সেনা সদস্য অথবা সাবেক সেনা। কাজেই তাদেরকে সম্পূর্ণ নতুন শর্তে মুক্ত করবে হামাস। এই ফিলিস্তিনি নেতা বলেন, আমরা প্রথম দিন থেকে বলে এসেছি, আমাদের হাতে আটক ইসরায়েলি বন্দিদের ফেরত নিতে হলে সকল ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। তিনি বলেন, ইসরায়েল যদি মনে করে গায়ের জোরে তারা আমাদের ওপর তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবে তাহলে তারা মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তিনি এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, দখলদার সেনারা গাজা উপত্যকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

বাইডেনের বিরুদ্ধে এককাট্টা হচ্ছেন মার্কিন মুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই সেখানে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নানামুখী চাপ দিচ্ছেন মুসলিম আমেরিকানরা। তবে তাদের দাবি অগ্রাহ্য করে গাজায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হলেও 'ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে' এমন অজুহাতে তেলআবিবকে সমর্থন দিয়ে চলেছে বাইডেন প্রশাসন। এ নিয়ে বাইডেনের ওপর বেশ নাখোশ মুসলিম আমেরিকানরা। এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটস হিসেবে পরিচিত ছয় রাজ্যের মুসলিম নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন, তারা আগামী নির্বাচনে বাইডেনকে সমর্থন দেবেন না। এমনকি এসব রাজ্যের পুরো মুসলিম সম্প্রদায়কে বাইডেনকে ভোট না দিতে উৎসাহিত করবেন। তবে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিমরা কাকে সমর্থন দেবে, সেটি অবশ্য তারা স্পষ্ট করেননি।

২০২০ সালের নির্বাচনে বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার নেপথ্যে যেসব অঙ্গরাজ্যের বড় ভূমিকা ছিল তার মধ্যে এই ছয় অঙ্গরাজ্যও আছে। এসব রাজ্যের ভোটারদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম ও আরব-আমেরিকান। আসন্ন নির্বাচনে বাইডেনের জয়ে তারা বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের নাগরিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর) নামে একটি সংগঠন। শনিবার (২ ডিসেম্বর) মিশিগানের ডিয়ারবর্ন শহরে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির মিনেসোটা শাখার পরিচালক জায়লানি হুসেইনকে বাইডেনের বিকল্প নিয়ে প্রশ্ন করা হয়।

জায়লানি হুসেইন বলেন, 'আমাদের কাছে দু'জন নয়, অনেক বিকল্প (প্রার্থী) আছে। তবে আমরা (মুসলিমরা) ট্রাম্পকেও (সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প) সমর্থন দিচ্ছি না।'

গাজায় ইসরায়েলি বোমা হামলায় প্রতিদিন শত মানুষের প্রাণহানির মুখে আমেরিকার মুসলিমরা এর প্রতিবাদে সোচ্চার হন। গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেন যাতে আহ্বান জানান, সেই দাবি তোলেন দেশটির মুসলিমরা। কিন্তু বাইডেন এতে সাড়া না দেওয়ায় '#অ্যাবান্ডন বাইডেন' (বাইডেনকে ত্যাগ করো) নামে একটি প্রচারাভিযান শুরু হয় মিনেসোটা থেকে। এরপর মিশিগান, অ্যারিজোনা, উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়া ও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকার মুসলিমরা বলছেন, জো বাইডেনকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে হলে এটাই তাদের একমাত্র উপায়।

গাজায় স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের ওপর চাপ প্রতিনিয়তই বাড়ছে। গাজায় চলমান ইসরায়েলি হামলা নিয়ে গতকাল শনিবার বাইডেনের সুরে কথা বলেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তিনিও ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বলেন। আমেরিকার মুসলিমরা বলছেন, পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদের জন্য ভালো কিছু করবেন, এমন আশা তারা করেন না। আর বাইডেনকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসেবে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে হলে এটাই তাদের একমাত্র উপায়।

এখন এটাই দেখার বিষয় যে মুসলিম ভোটাররা দল বেঁধে বাইডেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন নাকি অল্প কিছু ভোটার তাকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। তবে অল্পসংখ্যক মুসলিম ভোটার বাইডেনকে ভোট না দিলেও গত নির্বাচনে অল্প ব্যবধানে জয়ী এসব রাজ্যে বাইডেন চাপে পড়বেন। সম্প্রতি করা এক জরিপে দেখা গেছে, আরব-আমেরিকান মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন বাইডেন। ২০২০ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম তাকে সমর্থন করতেন।

কিন্তু বিগত চার বছরের মধ্যেই এতে বড় ধস নেমেছে। এখন মাত্র ১৭ শতাংশ মুসলিম বাইডেনকে সমর্থন করেন।

আমরা এমন একজনের পাশে দাঁড়াব না, যিনি নীল নিশানাকে (ডেমোক্র্যাটদের দলীয় পতাকা) রক্তে রঞ্জিত করেছেন। এতে মিশিগানের মতো রাজ্যগুলোয় জয়-পরাজয় নির্ধারণী হয়ে উঠতে পারেন মুসলিম ভোটাররা।

কারণ, গত নির্বাচনে এ রাজ্যে বাইডেন মাত্র ২ দশমিক ৮ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। আরব-আমেরিকান ইনস্টিটিউটের হিসাবে, মিশিগানের ভোটারদের মধ্যে ৫ শতাংশ মুসলিম। এদিকে উইসকনসিনের মতো রাজ্যে মুসলিম ভোটার আছে প্রায় ২৫ হাজার। গত নির্বাচনে এই রাজ্যে বাইডেন জেতেন মাত্র ২০ হাজার ভোটের ব্যবধানে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় হাসপাতালের অবস্থা 'অকল্পনীয়': বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার একটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম ঘেব্রেইয়েসুস। শনিবার দক্ষিণ গাজার নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্স পরিদর্শনের পর তিনি গাজায় হাসপাতালের অবস্থা 'অকল্পনীয়' বলে উল্লেখ করেছেন। টেড্রোস আধানম ঘেব্রেইয়েসুস বলেন, হাসপাতালটিতে এক হাজার রোগীর ভিড়, যার এর স্বাস্থ্যসেবা ক্ষমতার তিনগুণেরও বেশি। হাসপাতালের প্রতিটি কর্নার আহত মানুষজনে ভরা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান আরো বলেন, রোগীরা মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছে, ব্যথায় চিৎকার করছে। স্বাস্থ্যসেবা অপর্যাপ্ত- স্বাস্থ্যসেবার বিধানের জন্য যা অকল্পনীয়। আমরা যা দেখছি, তা নিয়ে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করার মতো শক্তিশালী শব্দ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, গাজার হাসপাতালের করিডর পর্যন্ত আহত, অসুস্থ ও মৃত ব্যক্তিদের ভিড় লেগে আছে। মরদেহে উপচে পড়ছে মর্গ।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, গাজার উত্তরাঞ্চলে মাত্র ৫টি হাসপাতাল আংশিক সচল আছে। আর গাজার দক্ষিণাঞ্চলে সচল আছে ১১টি হাসপাতালের মধ্যে ৮টি হাসপাতাল।

আল জাজিরা অনলাইনের খবরে বলা হয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলকে এরই মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে ইসরায়েল। বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এতে ১ হাজার ২০০ জন ইসরায়েলি নিহত হয়। এর প্রতিশোধ নিতে সেদিন ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের এ হামলায় এখন পর্যন্ত মসজিদ, গির্জা, স্কুল, হাসপাতাল ও বেসামরিক মানুষের ঘরবাড়িসহ গাজার কোনো অবকাঠামোই বাদ যায়নি।

ইসরায়েলের টানা ৪৭ দিনের হামলার পর ২৪ নভেম্বর থেকে তিন দফায় ৭ দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। যুদ্ধবিরতির পর গত শুক্রবার সকাল থেকে গাজায় আবার হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

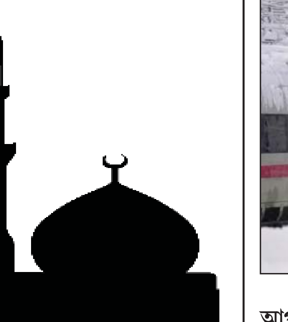

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৭	৬.০২
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৬	

দক্ষিণ জার্মানিতে ব্যাপক তুষারপাত, ফ্লাইট-ট্রেন বাতিল

আপনজন ডেস্ক: ভারী তুষারপাতে বিপর্যস্ত জার্মানির দক্ষিণাঞ্চল। তীব্র তুষারপাতে বরফের স্তূপের নীচে ঢাকা পড়েছে পুরো মিউনিখ শহর। এতে সেখানের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে আকাশ ও রেল পথ। দেশটির বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রানওয়ে বরফের নীচে ঢাকা পড়ায় বিমান উঠা-নামা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ কারণে অন্তত আটশ' বিমানের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। একইসাথে, ব্যাপক তুষারপাতের কারণে মিউনিখের সড়কগুলো তলিয়ে গেছে সাদা বরফের নীচে। কোথাও কোথাও জমেছে কয়েকফুট বরফের স্তূপ। পিচ্ছিল রাস্তায় ঘটছে দুর্ঘটনা। ফলে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। বাতিল হয়ে গেছে বহু ট্রেন চলাচলও। বন্ধ রয়েছে সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। প্রয়োজন ছাড়া অধিবাসীদে ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

গাজায় আরো ৬২ টন ত্রাণ দিচ্ছে কাতার

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ফিলিস্তিনিদের জন্য আরো ৬২ টন মানবিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কাতার। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শনিবার এক পোস্টে জানিয়েছে, গাজায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার আগে শনিবার কাতারের সশস্ত্র বাহিনীর দুটি বিমান মিশরের এল আরিশে পৌঁছায়। কাতার ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট, কাতার রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং কাতার চ্যারিটি খাদ্য ও আশ্রয় সরঞ্জাম এই সহায়তা প্রদান করেছে। সর্বশেষ ফ্লাইটের ফলে কাতারের মোট মানবিক ফ্লাইটের সংখ্যা ৩৫টিতে পৌঁছেছে।

আবারো শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপাইন

আপনজন ডেস্ক: শক্তিশালী ভূমিকম্পে আবারো কেঁপে উঠেছে ফিলিপাইন। রোববার দেশটিতে ৬ দশমিক ৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। খবর রয়টার্সের।

জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সের (জিএফজেড) বরাত দিয়ে রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানায়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ৬ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে।

তবে রোববারের ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতি কিংবা হতাহত হয়েছে কি-না, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি। এর আগে, গতকাল শনিবার স্থানীয় সময় রাত ১০টা ৩৭ মিনিটের দিকে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মিন্দানাও দ্বীপে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে জাপানেও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়।

ফিলিপাইন প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'রিং অব ফায়ারে' অবস্থিত। তাই দেশটিতে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। রিং অব ফায়ারকে বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির সক্রিয় অঞ্চল হিসেবে শনাক্ত করেছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা।

প্যারাগুয়েতে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে পার্লামেন্ট সদস্যসহ নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ প্যারাগুয়েতে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দেশটির এক পার্লামেন্ট সদস্য ও তার তিন সহযোগী নিহত হয়েছেন। শনিবার এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় পুলিশ নিশ্চিত করেছে।

নিহত পার্লামেন্ট সদস্যের নাম ওয়াল্টার হার্মস। তিনি প্যারাগুয়ের ক্ষমতাসীন দল কলোরাডো পার্টির সদস্য।

পুলিশ জানায়, রাজধানী আসুনসিওনের ১৮০ কিলোমিটার (১১২ মাইল) দূরে এক এলাকা থেকে উড্ডয়নের পরপরই উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, একটি মাঠে উড়োজাহাজের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। সেখানে আগুন জ্বলছে।

প্রথম নজর

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন শান্তিনিকেতনে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ৩রা ডিসেম্বর ২০২৩ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এই বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে শান্তিনিকেতন রতন পল্লী বিবেকানন্দ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি পরিচালনায় এবং সেবকসের উদ্যোগে ও বীরভূম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করা হয়। প্রদীপ উজ্জ্বলন করেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফাইজুল হক (কাজল সেখ), সুদেষ্ণা রায়, চেয়ারপারসন শিশু সুরক্ষা অধিকার আয়োগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেবকস সভাপতি শ্রী সুশীল কুমার চৌধুরী। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বীরভূম ডা. হিমাদ্রি আড়ি ও অন্যান্য বিশিষ্টজনরা। বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ প্রতিবন্ধীদের জন্য সমস্ত রকমের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

সংহতি দিবস উপলক্ষে সভা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: রবিবার বিকাল ৩টায় তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে অনিতা ভবনে আগামী ৬ই ডিসেম্বর সংহতি দিবস পালন উপলক্ষ সভা হয় কাঁথি সংখালঘু সেলের সভাপতি সেখ আনোয়ার উদ্দিনের আহ্বানে। আনোয়ার উদ্দিন বলেন শান্তি সম্প্রীতি সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবতায় মেলবন্ধন ঘটাতে কলকাতায় মহা সমাবেশ হবে ৬ই ডিসেম্বর ধর্মতলা শহীদ মিনার চত্বরে। তার এই প্রস্তুতি সভা।

বঞ্চনার প্রতিবাদে

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে হলদিয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে হলদিয়া পৌরসভার ১৫নম্বর ওয়ার্ডে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা।
ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

কংগ্রেসের পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল নওদায়

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুথে বুথে একশো দিনের বকেয়া টাকা ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা আদায়ের প্রতিবাদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের আমতলা বয়েজ ক্লাবের মাঠে। এদিন এই সভায় নওদা ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলা বহরমপুর সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসে সভাপতি অপূর্ব সরকার ও ব্লক তৃণমূল সভাপতির হাত ধরে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর কংগ্রেসের প্রধান তহির উদ্দিন মন্ডল সহ আরও একজন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য। ব্লক সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ বলেন, নওদা ব্লকের দশটি পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল আটটি দুটি বিরোধীদের ছিল তার মধ্যে আজ রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে এল। আর একটি পঞ্চায়েত বাকি থাকলো আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন দেখে ওই পঞ্চায়েত আমাদের তৃণমূলের দখলে চলে আসবে বলে জানান তিনি।

রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তহির উদ্দিন মন্ডল বলেন কংগ্রেসে থেকে এলাকার কোন উন্নয়ন করতে পারছিলাম না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে এলাকার মানুষের কাজ এবং উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের হাত ধরে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বলে জানান তিনি।

এদিন উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অপূর্ব সরকার, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি নাজমুল মিঞা, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিউজামান সেখ, নওদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহিদুল মন্ডল সহ ব্লক ও অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

বুথে বুথে প্রতিবাদ সভা তৃণমূলের

মাফরুজা খাতুন ● জয়নগর

আপনজন: রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের বাইশ হাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর ৯৪ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়। রাজ্যর আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের টাকা আটকিয়ে রাখার প্রতিবাদে রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। তারি প্রতিবাদে দিল্লিতেও আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাংসদ, বিধায়ক সহ বাংলার বঞ্চিত মানুষ। গত ২৩ শে নভেম্বর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে ২ ও ৩ ডিসেম্বর রাজ্যর প্রতিটা বুথে বুথে প্রতিবাদ মিছিল করাতে হবে। সেই কথা মাথায় রেখে রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির বিধায়ক শ্রী গনেশ চন্দ্র মন্ডল এর নেতৃত্বে। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন প্রতিবাদ সভার মধ্যে দিয়ে বলেন বাইশহাটা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি নুরহোসেন গাজী বাংলার প্রতি যে রাজ্য সরকার বঞ্চনা করছে ও ১০০ দিনের কাজের টাকা ও বাংলার আবাস যোজনা টাকা না দেওয়াতে। সেই কথা মাথায় রেখে বাইশহাটা অঞ্চলের প্রতিটি বুথে বুথে প্রতিবাদ সভার করেন তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি নুর হোসেন গাজী,পঞ্চায়েত সদস্য আক্তার উদ্দিন শেখ, ৯৪ নম্বর বুথ সভাপতি জাকির লস্কর সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।

জলের স্রোতে ভেঙে যাওয়া বিপজ্জনক সেতু দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর ব্লকের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বিড়াই নদী, সুভাষপল্লী গ্রামের কাছে এই নদীর উপর রয়েছে একটি কংক্রিট সেতু, প্রায় ২০০৮ সাল সময়কালে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছিল এই সেতু, ২০২৩ সালে আগস্ট মাসের ২ তারিখে বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল বিড়াই নদী, এই নদীর জলের স্রোতে ওই দিনই ভেঙে গিয়েছিল এই কংক্রিটের সেতু, ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেতুর চারটি স্লগ, এরপর ধীরে ধীরে নদীর জল কমতেই দেখা যায় বিপজনকভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে সেতুটি, ভাঙ্গা সেতু পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা এবং স্থানীয় বিধায়ক এলাকার মানুষকে আশ্বস্ত করেছিলেন দ্রুততার সাথে সেতুটি সংস্কার অথবা পুনঃনির্মাণ করে দেওয়ার। কিন্তু সেতু ভেঙে যাওয়ার পর প্রায় তিন মাস কেটে গেলেও আজও সেতু পুনঃনির্মাণ বা কোন রকম সংস্কার করা হয়নি। অগত্যার গতি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাধ্য হয়ে এলাকার কয়েকশো মানুষ প্রতিদিন এই ভাঙ্গা ঝুলন্ত সেতু দিয়েই পারাপার করছে।

এলাকার মানুষের দাবি এই সেতুর ওপর নির্ভর করে রয়েছে এলাকার ৫ থেকে ৬ গ্রাম, ভাঙা সেতুর জন্য গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারেনা, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে রয়েছে কৃষকরা প্রত্যেককেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেতু পারাপার করতে হচ্ছে। ভাঙা সেতুর উপর দিয়ে কেউ পারাপার করলে সেতুটি দুলতে থাকে, যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে, ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা, ভ্রুক্ষেপন নেই প্রশাসনের। এলাকার মানুষ তাও দাবি জানাচ্ছে যাতে করে প্রশাসনিক আধিকারিকরা দ্রুততার সাথে এই সেতু মেরামত করে। বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান সমস্যার কথাটা আমাদের জানা ইতিমধ্যেই বিষ্ণুপুর ব্লকের বিডিও তিনি নিজে গিয়ে জায়গা পরিদর্শন করেছেন, বৃষ্টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর যাতায়াত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে ওই বেয়ারিকের ছড়িয়ে কিছু মানুষ যাতায়াত শুরু করেছে সেই বিষয়টা আমরা দেখে নিচ্ছি যাতে করে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। এবং ব্রীজটা যাতে দ্রুত সারানো যায় তার জন্য আমরা জেলা পরিষদ কে চিঠি করেছি কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লকের কাছে এই রকম টেকনিক্যাল এক্সপার্ট নেই তাই জেলা থেকে যাতে বৃষ্টির সংস্কারের কাজটা টেকআপ করা হয় আমরা অলরেডি ব্যবস্থা নিচ্ছি, এলাকার মানুষ সমস্যায় রয়েছে কিছুদিন পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হবে কোনভাবেই যাতে সেফটির সাথে আপোষ করা না হয় সেটা আমার দেখছি। ভাঙ্গা সেতু নিয়ে শাসক বিরোধী তরজা, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, বিধায়ক ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, সাংসদ গেলে তারা খান, বিধায়ক কিছু করতে পারবে না, কাকে দিয়ে ব্রিজ সারাবে কে কাটমানি বেশি দেবে সেটা নিয়ে চলছে ব্যবস্থা। ২০২৪ এর পরে যখন তৃণমূল সরকার থাকবে না তখন এই সমস্যার সমাধান হবে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু ব্যানার্জি বলেন যত সম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ এখানে শুরু হবে জেলা পরিষদ এই বিষয় এগিয়ে গেছে কাজটা কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে, বিজেপি নেতাদের উত্তর দেওয়ার কিছু নেই, মানুষ তাদের উত্তর দিয়েছে, যে নেতারা বলছে তৃণমূল সরকার কাজ করে না সেই নেতাদের ঘরেও তৃণমূলের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে তাদের ঘরের লোকেরাও লক্ষীর ভান্ডার পাচ্ছে। তবে বিজেপি কোনদিন ক্ষমতায় আসবেনা ক্ষমতায় আসার প্রবাদ গুনছে বিজেপি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মহরম ও শারদ সম্মান মগরাহাট থানা উৎসব সমন্বয় কমিটির

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: 'মহরম ও শারদ সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠান 'মগরাহাট থানা সমন্বয়' কমিটির উদ্যোগে। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার পুজা কমিটিগুলির মধ্যে যারা নজর কেড়েছে তাদের প্রথম ,দ্বিতীয় , তৃতীয় ও চতুর্থ পুরস্কার তুলে দেয়া হয় এবং মহরম অনুষ্ঠানের প্রথম , দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম পুরস্কার তুলে দেন পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা, মগরাহাট থানার ওসি মোঃ আসাদুল শেখ, সিআই সুবির বাগ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, থানা সমন্বয় কমিটির সদস্য জাফর আলী মোল্লা সহ কমিটির সদস্যরা। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের পরে চলে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বহিরায় পুরস্কার বিতরণী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বিশ্বনবী দিবস স্মরণে উলুবেড়িয়ার বহিরা প্রগতি সংঘের ৩৯ তম বাৎসরিক ইসলামিক প্রতিযোগিতায় কৃতীদের পরুস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারকের ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা শেখ মোহাম্মদ কালিমুল্লাহ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব রিয়াজুল ইসলাম, সেখ বাকিবিল্লাহ, শেখ নূর মোহাম্মদ সাহেব,ক্লাবের সম্পাদক নাজিম, নাসিমুল প্রমুখ। রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত ওয়াজ মাহফিল করেন বিশিষ্ট শিক্ষক মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া।।

বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিসহ নানা দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ নানাবিধ দাবি নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো বিড়ি শিল্পে যুক্ত সাতটি ট্রেড ইউনিয়ন। রবিবার বিকেলে বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে মুর্শিদাবাদের সুতির সাজুর মোড় এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দেয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলে এই অবরোধ। এদিকে শুধু অবরোধই নয়, সাজুর মোড় এলাকায় বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে একটি সভাও করে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। সভায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক শতাধিক মহিলা বিড়ি শ্রমিকের পাশাপাশি সাধারন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন সি.আই.টি ইউ, আই এন টি ইউ সি, ইউ টি সি, এআই ইউ টি ইউ সি, এফ আই টি ইউ এর নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি সভা ও অবরোধ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যৌথ সংগ্রাম কমিটির উত্তরবঙ্গের কনভেনর মোহাম্মদ আজাদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অবিলম্বে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি না হলে আগামীদিনে বিড়ি কোম্পানির মালিকদের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসার হুশিয়ারি দেন বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সাতটি ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

বাসুবাটীর পীরজাদা রংপুরে

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ রংপুর গাইবান্দা জেলায় বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফের শাখা কলসি দরবার শরীফে একটি ইসলামিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রংপুরের মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ও শরিফুল হক ও পীরজাদা সৈয়দ মাওলানা আলহাজ তাফহীমুল ইসলাম কাদিরি সম্পাদক সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফী জামাত ও গদ্দিনশীন বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফের সৈয়দ মাওলানা আলহাজ আহসানুল ইসলাম কাদেরী। ধারাবাহিকভাবে সাতটি খানকা প্রথম সাতানা বালুয়া/ মারিয়া /মাল্লা/ কোচা/ সাহেবগঞ্জ কলসি/ কালিকাডুবা/ । মানবতার শান্তি ও সুস্থতা কামনা করে দোয়া করেন তারা।

বাংলার বকেয়া আদায়ের দাবিতে তৃণমূলের মহামিছিল রামপুরহাটে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: ১০০ দিনের বকেয়া টাকা, আবাস যোজনার বকেয়া টাকা,সড়ক যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে ও কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে আজ রামপুরহাট শহর জুড়ে মহা মিছিল সংগঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ডঃ আশীষ ব্যানার্জী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক কাজল, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী বীরভূম জেলা সহসভাপতি মলয় মুখার্জি, রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন ভকত টিঙ্কু, বীরভূম জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য, রামপুরহাট শহর আইএনটিটিইউসি সভাপতি আব্দুর রেকিব প্রমুখ। এদিনের সময় বক্তব্য রাখার পরে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী সাংবাদিকদের জানান, ২৪ শে লোকসভা নির্বাচনে ভারতবর্ষের মানুষ মুখ্য জবাব দেবে, উচিত শিক্ষা দেবে বিজেপি সরকারকে। ২০১৪ সাল থেকে যে নরেন্দ্র মোদির সরকার চলছে। ভারত বর্ষকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে, যেভাবে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো হরণ করছে, যেভাবে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা জালিয়াতি ঘটিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলোকে জলের দরে নিজেদের স্বার্থে নিজেদের পছন্দমত ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। যেভাবে গ্যাস পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। এতে ভারতবর্ষের মানুষের বেঁচে থাকা দুঃসাহকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার কারণে ভারতবর্ষের মানুষ জোট বাঁধছে আগামী ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পতন নিশ্চিত। ২৪-এর ভোটে দেশে পরিবর্তন ঘটবে বলে জানান পরিবহন মন্ত্রী। সাংবাদিকদের প্রশ্নে শুভেন্দু অধিকারী ডিসেম্বরে ডেট লাইনের কথা শুনতেই স্নেহাশীষ চক্রবর্তী উত্তরে বলেন ভারতবর্ষে যে ব্যাংক ব্যবস্থা রয়েছে গত ১০ বছরের সাড়ে চোদ্দ লক্ষ কোটি টাকা বড় বড় ব্যবসায়ীদের রাইটাপ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই টাকার পার্সেন্টেজের টাকা বিজেপি পার্টি ফান্ডে যাই বলে দাবি করেন পরিবহন মন্ত্রী। কারো টাকা ফেরত আনতে পারিনি এ সরকার এর পেছনে কোন দুর্নীতি রয়েছে তার তদন্ত হওয়া উচিত বলে দাবি করে। দিল্লিতে ১ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ দিয়ে পার্টি অফিস তৈরি হয় বিজেপির। এ সমস্ত টাকা কোথা থেকে আসছে এর তদন্ত হওয়া উচিত।কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আছে বলে, ইডি ,সিবিআইকে ব্যবহার করছে বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসকেই আক্রমণ বেশি করা হচ্ছে। বিজেপির পার্টি অফিস থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে কার বাড়িতে যাবে কোথায় যাবে ঠিক করে দেয়া হচ্ছে। এর থেকে নির্লজ্জ আর কি হতে পারে। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মানুষ আরও সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে জোট বাঁধছে তারা তাদের জবাব দেবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে।

গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরে গঙ্গা সংস্কৃতি যাত্রা ও গঙ্গাআরতি

ওবাইদুল্লা লস্কর ● গঙ্গা সাগর

আপনজন: গত বছর গঙ্গাসাগর মেলার প্রাক্কালে কোলকাতার আউটরাম ঘাট থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, গঙ্গাসাগরে বারানসির আদলে শুরু হবে গঙ্গাআরতী, মেলা ঘিরেই গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরের পবিত্র স্নান ঘাটে সেইদিনই শুরু হয়েছিল গঙ্গা আরতী। তবে মেলার পর বন্ধ থাকলেও আবার ও মেলার প্রাক্কালে ভারত সরকারের আয়োজনে শুরু হলো গঙ্গা সংস্কৃতি যাত্রা ও গঙ্গা আরতী। রবিবার সন্ধ্যায় গঙ্গাসাগরে গঙ্গায় গঙ্গা আরতীর সাক্ষী থাকলেন কয়েক হাজার মানুষ। কুম্ভমেলার পর সবথেকে বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয় এই গঙ্গাসাগরে, আর এই মেলা ঘিরেই আজ ভারত সরকারের আয়োজনে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণে ও পবিত্র স্নান ঘাটে অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গা সংস্কৃতি যাত্রা ও গঙ্গাআরতি, এই গঙ্গা আরতীর অপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে তীর্থযাত্রী হাজার হাজার মানুষ ভিড় গঙ্গাসাগরের পবিত্র এই স্নান ঘাটে। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের গীতায়ানন্দ জি মহারাজ, উপস্থিত ছিলেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন প্রধান, গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মন্ডল প্রমুখ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির্বগ। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রালয়ের আধিকারিকরা জানান গঙ্গোত্রী থেকে শুরু হওয়া গঙ্গা সংস্কৃতি যাত্রা ও গঙ্গাআরতি গঙ্গাসাগরের এই পবিত্র ভূমিতেই শেষ।

দেগঙ্গায় ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা কলসুরে রবিবার সচ্চাষি ছাত্রঙ্গল সমিতি তাদের ৮১ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় দুঃস্থ মেধাবী ও কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে ২০২২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ যথাক্রমে ১৫ জন ও ৩১ জন এবং ২০২৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ যথাক্রমে ১৯ জন ও ২৬ জন সর্বমোট ৯১ জন ছাত্রছাত্রীকে পুষ্পস্তবক, স্মারক ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়।২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিকে ১৭ তম স্থানাধিকারী শোভন গাইনকে সংস্থা ২৮ মাস ধরে মাসিক বৃত্তি প্রদান করবে। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম থেকে দশম স্থানাধিকারী ৮৮ জন ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র ও স্মারক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এই শ্রেণির মধ্যে প্রতি শ্রেণি থেকে প্রথম তিনজন করে মোট ১৫ জনকে এককালীন আর্থিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। দুস্থ মেধাবী ১৯ জন ছাত্রছাত্রীকে এককালীন আর্থিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। সমাজে নিজ নিজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এমন ২২ জন কৃতি ব্যক্তিকে স্মারক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সল্টলেকের বিধাননগর কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড.তীর্থপদ মাঝি। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেলেঞ্চা ড. বি আর আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক কৌশিক সাউ, ড. চৈতন্য মন্ডল, ড.সুমন মন্ডল,ড. কল্যাণকুমার মন্ডল, ড. সত্যজিৎ মন্ডল প্রমুখ। উদ্যোক্তারা জানান, সমিতির প্রধান কাজ প্রকৃত দুস্থ মেধাবী ও কৃতি ছাত্রছাত্রীকে যথাযথ আর্থিক সহায়তা করা ও সম্বর্ধনা দেওয়া।

প্রথম নজর

ফিলিস্তিনিদের হত্যার প্রতিবাদে ইসলামী গবেষণা পরিষদের দোয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: প্রায় ১৫ হাজারের অধিক ফিলিস্তিনি শিশু ও নারীদের নৃশংসভাবে হত্যা এবং গাজা ভূখণ্ডকে মৃত্যু নগরীতে পরিণত করার প্রতিবাদে ইজরায়েলী বর্বরদের প্রতি ধিক্কার জানাল ইসলামী গবেষণা পরিষদ এবং মজলুম ফিলিস্তিনের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে দোয়া করা হয় মগরাহাটে। দোয়া করেন পরিষদের সভাপতি মুফতি জোবায়ের কাসেমী। উপস্থিত ছিলেন ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুল হামিদ কাসেমী সহ গবেষণার পরিষদের গবেষকগণ। এদিন পরিষদ ও নব তা'লীমের সম্পাদক আজিজুল হক জানান, আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিকালে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে নব তালীমের রমযান সংখ্যা প্রকাশ হবে। ইসলামী গবেষণা পরিষদের সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, হে বিশ্ববাসী, আমরা মুসলিম জাতি, পৃথিবী ধ্বংসের প্রাককালে নানা মত নানা রং নানান সংস্কৃতি,,সব মিলিয়ে এক হবে সেটাই মুসলিম জাতি। তিনি বলেন, ইহুদিরা ইসলামের শত্রু। একদিকে তারা আমাদের শত্রু অপরদিকে আমাদের হাদীসের কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে। এখন আমাদের ঈমান ও আমলের দূর্বলতা আর বিশ্ব অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা যত দ্রুত নিষ্পত্তি হবে তত দ্রুত গতিতে ইসলামের বিজয় হবে। মতাদর্শ দল মত পথ ভুলে গিয়ে উম্মতে মুহাম্মদী তথা বিশ্ব উম্মাহ এক রশিতে আবদ্ধ হতে হবে, কলেমার ঝান্ডাতলে সবাই কে আসতে।। সাম্প্রতিক সময়ে হিংসা বিদ্বেষ জাত পাত মত পিছনে রেখে ঐক্যের পথে মুসলিমদের এগিয়ে চলার আহ্বান জানান তিনি।

বামনগোলায় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রবিবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রবিবার বামন গোলা পাকুয়াহাট এলাকায়। রবিবার বামনগোলা ব্লক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনে ও বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিছিল করা হয়। এদিন প্রথমে ব্লক কমিটি হল থেকে এক মিছিল বের হয় যা গোটা পাকুয়াহাট পরিকল্পনা করে ব্লক অফিসে এসে শেষ হয়। এদিনের প্রতিবন্ধী সম্মেলনে প্রথমে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা হয়। উপস্থিত ছিলেনপশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনে বামনগোলা ব্লক সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম বৈদ্য মালদা জেলা পরিষদের সদস্য অশোক সরকার মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণিমা বারুই দাস বিশিষ্ট সমাজ সেবি শ্যামল মন্ডল সহ আরো অন্যান্য ব্যক্তিবর্গরা।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস সপ্তাহে প্রভাত ফেরী

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পূর্ব চক্র সম্পদ কেন্দ্র ও রিসোর্স রুমের উদ্যোগে ৩-৯ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস সপ্তাহ উৎযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হল রবিবার। সকালে প্রভাত ফেরীর মধ্যে দিয়ে সূচনা হওয়া অনুষ্ঠানের। পতিরাম হাইস্কুলে রিসোর্স রুমে পতিরামের পাঁচ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২২৫ জন ছাত্র ছাত্রী সহ কিছু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। রায়পুর সাহাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, পতিরাম--২ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়, পতিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পতিরাম বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এই প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করে। পতিরাম হাই স্কুলের এনসিসি'র সাথে যুক্ত পড়ুয়া তাদের ব্যানড দিয়ে সাহায্য করে। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পূর্ব চক্র সম্পদ কেন্দ্রের স্পেশাল এডুকেটর মনোজ দাস ।

সল্টলেকে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সল্টলেক

আপনজন: জয়গ্রাম সোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় জ্ঞান-প্রদীপ প্রতিবন্ধী আশ্রম সম্পন্ন এন্ড স্কুলের বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশুদের নিয়ে কলকাতার, সল্ট লেক - এর ঐক্যতান নাট্য মঞ্চে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে পালিত হল খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখানে কয়েকশত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও ব্যাক্তিরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি,ছবি আঁকা, নৃত্য,গান ও যেমন খুশি সাজো খেলা ধুলায় অংশগ্রহণ করেন সকলেই। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা ও দ্বীপ রঞ্জনী ফাউন্ডেশন। উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার প্রাক্তন কমিউনিটির চেয়াম্যান অরিন্দম রায় চৌধুরী, দ্বীপ রঞ্জনী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্টাতা ডক্টর অমৃতা পান্ডা,জয়গ্রাম সোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মণ্ডল পাপিয়া সুলতানা, মারুফ বিল্লা গাজীসহ অনেকে।

পাঁচ বছর পর হল আইসিডিএস কর্মী নিয়োগ পরীক্ষা

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন:দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আরও একটি চাকরি নিয়োগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়িতে। কয়দিন পরীক্ষার জন্য যতটা না আনন্দে ছিলেন পরীক্ষার্থীরা, তার থেকে বেশি দুশ্চিন্তায় তারা। সেটা তাদের মুখে মুখে এবং কথাতেই পরিস্কার। কারণ এর আগে রাজ্যে একাধিক চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে নানান ধরনের। কখনো টাকা দিয়ে চাকরি বিক্রির অভিযোগ, কখনো নিজের পরিজনদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ।

আর বর্তমানে রাজ্যে সব থেকে বড় চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে স্ক্যাম হয়েছে শিক্ষক নিয়োগে। আর তাই দুশ্চিন্তায় রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার আইসিডিএস কর্মীর পরীক্ষার্থী ও তাদের পরিজনরা। সকলেই চাইছেন স্বচ্ছ নিয়োগ হোক, যোগ্যরা চাকরি পাক। এমনই কথা জানালেন পরীক্ষা দিতে যাওয়া পরীক্ষার্থী থেকে তার অভিভাবকরা।

জলপাইগুড়ি জেলায় আজ মোট ৪১৫৪২ জন পরিক্ষার্থী আইসিডিএস কর্মী নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় মোট শূন্যপদ রয়েছে ৩১৮ টি বলে সূত্রের খবর।

যারা ২০১৯ সালে আইসিডিএস কর্মীর পরীক্ষার জন্য ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন। এতদিন নানান আইনি বেড়াজালে আটকে ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়া।

পরীক্ষা শুরু হলেও দুশ্চিন্তার মেঘ কাটেনি পরীক্ষার্থীদের মন থেকে, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে এসে আশাবাদী থাকলেও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কারণ যেভাবে রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন রাজ্য সরকার সে জায়গায় দাঁড়িয়ে পরীক্ষার্থীদের মনে দুশ্চিন্তা অনেকটাই!

পরীক্ষা দিতে আসা এক পরীক্ষার্থী লিপিকা সরকার বলে, আশা নিয়ে পরীক্ষায় বসেছি স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ হবে। দুশ্চিন্তা তবুও মনে আছে। চাকরি মানেই টাকা,বটাকা না দিলে তো আর চাকরি পাওয়া যাবে না। বর্তমানে এটাই নিয়ম হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার যেভাবে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়িয়েছে, চাকরি মানেই টাকা।

পরীক্ষা দিতে আসা আরেক পরীক্ষার্থীর শোভা বানু বলেন, ২০১৯ সালে ফর্ম ফিলাপ করেছিলাম। পাঁচ বছর পর পরীক্ষা হচ্ছে।বচাকরি পাওয়ার আশার থেকে দুশ্চিন্তাই বেশি। আমরা চাই স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ হোক।

যদিও বিরোধী রাজনৈতিক দলের দাবি লোক দেখানো পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই টাকার বিনিময়ে নিয়োগ হবে অথবা ঘুরপথে নেতা তার ঘনিষ্ঠদের পাইয়ে দেবেন চাকরি অথবা মামলা করে আটকে দিবেন নিয়োগ।

বিজেপি ধূপগুড়ি বিধানসভা কনভেনার চন্দন দত্ত বলেন, এর আগেও আইসিডিএস এর পরীক্ষা হয়েছিল স্বচ্ছতার সাথে সেখানে নিয়োগ হয়নি । এবারও পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তা লোক দেখানো, আই ওয়াশ মাত্র। এই পরীক্ষাতেও চাকরি টাকার বিনিময় বিক্রি হবে আর তা না হয় শাসক নেতারাই কেস করে নিয়োগ প্রক্রিয়া, ঝুলিয়ে দেবে। লোকসভা ভোটের আগে চমক দেওয়ার চেষ্টা মাত্র।

যদিও তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক অরূপ দের দাবী, ২০১৯ সালে এই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। বিরোধী দলগুলোর চক্রান্তের কারণে সেই সময় পরীক্ষা হয়নি, তাই নিয়োগ হয়নি। আমরা চাই স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক সঠিকভাবে পরীক্ষা হোক। কোথাও টাকা পয়সা নিয়ে নিয়োগ হবে না। যেভাবে আইসিডিএস গ্রুপ ডি এর নিয়োগ হয়েছে। সেভাবে স্বচ্ছ ভাবে এই নিয়োগ হবে ।

জলপাইগুড়ি ডিপিও আনন্দময় চ্যাটার্জি বলেন, জেলায় ৪১৫৪২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছেন।মোট শূন্য পদ রয়েছে প্রায় ৩১৮ টি। নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা হয়েছে ।

কেন্দ্র থেকে বাংলার বকেয়া টাকা আদায়ে বারাসতে তৃণমূলের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের বাকেয়া টাকা ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা এবং মহাত্মা গান্ধী গ্রাম সড়ক যোজনা-র বাংলার পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে মমতা ব্যানার্জি ও সর্ব ভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদকসাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে বাংলাজুড়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল শেষে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো প্রত্যেক বুথে বুথে কর্মসূচি পালন করলাম।

১০০ দিনের টাকা ও আবাস যোজনা টাকার দাবিতে বুথে বুথে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়েছে। শুধু আজকে নয়,গতকালও এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলেছিল। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াকু মুখ তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, বাংলার বঞ্চিত মানুষকে অবহেলিত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমানো যাবে না। তামাম সাধারণ মানুষের মুশকিল আসান হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দৈনন্দিন কর্মক্রিয়া করে চলেছে তা অত্যন্ত ফলপ্রসু। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বদের নির্দেশ মতো দলীয় শৃঙ্খলা মেনে কাজ করে যাওয়াই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের লক্ষ্য। বারাসাত দু নম্বর ব্লকের সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা সংগঠিত হবে দলীয় কাজ পরিচালনা করার যে প্রচেষ্টা চলছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে ফারহাদ দাবি করেন। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার ঘোষ সহ এলাকার বহু তৃণমূল কর্মী সমর্থক।

স্বামী ছেড়ে প্রেমিকের বাড়িতে ধর্ণায় গৃহবধূ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: স্বামী থাকতেও অন্য যুবকের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়লো এক গৃহবধূ। সেই গৃহবধূর প্রেমের টানে যুবক প্রেমিক ছুটল সূদূর দক্ষিণ ভারতের কেরলে। এমনি ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির এক গৃহবধূর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,জলঙ্গীর এক গৃহবধূর সঙ্গে ফোনে আলাপ হয় রানীনগরের নরেন্দ্রপুর ডুবপাড়া এলাকার এক যুবকের। তারপর ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চার বছর ধরে সেই সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়। সূত্র মারফত জানা যায়, রানীনগরের খেজুরতলা এলাকার এক যুবতীর বিয়ে হয়েছিল জলঙ্গির ঘোষপাড়া অঞ্চলে। ঐ গৃহবধূর ছেলে মেয়েও রয়েছে। ভালোই চলছিল বিয়ের পরে তাদের বিবাহ সংসার। তারপরেই হঠাৎ করেই প্রেমের আবির্ভাব। রানীনগরের নরেন্দ্রপুর ডুবপাড়া এলাকার এক যুবকের সঙ্গে ফোনে আলাপের মাধ্যমেই প্রেমের সূত্রপাত । তারপর ফোনে কথা বলতে বলতে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বামী থাকা সত্ত্বেও তারা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, তার পরে তাদের বিবাহের প্রস্তাব দেয় ওই যুবক। প্রায় চার বছর ধরে প্রেমের সেই সম্পর্ক গৃহবধূর স্বামী জানতে পেরে স্ত্রীকে নিয়ে কেরলে চলে যায় স্বামী । তাতেও প্রেমের সম্পর্ক শেষ হয়নি। প্রেমিকার ডাকে সাড়া দিয়ে সুদূর কেরলে পাড়ি দেয় ওই যুবক। কেরালা থেকে গত দশদিন আগে মেয়েটাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রানীনগরে নিয়ে আসে। মেয়েটা কিছুদিন মায়ের বাড়িতে থাকার পর ছেলেটা তাকে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে না তুলে বন্ধুর বাড়িতে রাখে, সেখানে জায়গা না হওয়াই রবিবার সকালে চা খাওয়ার বাহানায় সেখপাড়া বাজারে রেখে পালিয়ে যায়। এরপর বাধ্য হয়ে মেয়েটা নরেন্দ্রপুর ডুবপাড়া এলাকায় ছেলের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসে। যদিও ওই ছেলেটা বাড়িতে ছিল না। তার পরিবারের সদস্যরাও তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। ঘটনার পর ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে থাকে স্থানীয় বাসিন্দারা।

মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ের শিকল খুলে দিতেই নিখোঁজ!

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মানসিক সমস্যা ছিল আগে থেকেই।স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্য হয়ে পড়েন মেয়ে।থাকতেন বাবার বাড়িতেই।দিনমজুর পরিবারের অতি কষ্টে মেয়ের চিকিৎসা করাতেন মা। যখন তখন মেয়ে এদিক-ওদিক চলে যেত তাই বেঁধে রাখতেন শেকল দিয়ে। কিন্তু শেকল দিয়ে বাঁধলে মেয়ের কান্না দেখতে পারতেন না মা। তাই খুলে দিয়েছিলেন শেকল। তারপরেই ওষুধের দোকান যাওয়ার কথা বলে হঠাৎই মায়ের অলক্ষে বেরিয়ে পড়ে মেয়ে। সেই যে বেরোনো দশ দিন হয়ে গেলেও নেই কোন খোঁজ।হন্নে হয়ে চারিদিকে খোঁজার পর এবার থানার দারস্থ মা। মেয়ের তো মাথাটা ঠিক নেই ও ঠিক আছে তো প্রশ্ন মায়ের? মেয়েকে খুঁজে পেতে পুলিশের কাছে কাতর আর্জি।

মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ডুমরিয়া গ্রামের বাসিন্দা তাজকেরা বিবি। তাজকেরা বিবির মেয়ে রাকেয়া খাতুনের তিন বছর আগে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। সেই বিচ্ছেদের জেরেই মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন রাকেয়া। তাজকেরা বিবির স্বামী দিনমজুর। সংসারে অর্থাভাব।আরো ছেলেমেয়েরাও রয়েছে।তাও কষ্টের মধ্যেই মেয়ের চিকিৎসা করাতেন মা। কিন্তু তাতেও মানসিক সমস্যা খুব একটা দূর হয়নি। অনেক সময় মেয়ে কাউকে না বলে বাড়ির বাইরে চলে যেত।তাই বাধ্য হয়েই ২৫ বছর বয়সী যুবতী মেয়েকেও শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হতো।কিন্তু বেঁধে রাখলে আর্তনাদ করতো মেয়ে। মায়ের মন মানতো না। গত মাসের কুড়ি তারিখ মেয়ের শেকল খুলে দিয়েছিল মা। ওষুধ নিতে দেওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় রাকেয়া। তারপর থেকে আর ফিরে নি বাড়িতে। মা ভেবেছিল হয়তো এদিক-ওদিক গেছে ঠিক চলে আসবে। কিন্তু ১২ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও মেয়ের কোন খোঁজ নেই।চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে।তারপর ওই রবিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাজকেরা বিবি। মেয়ের দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল মা। শুধু একটাই প্রশ্ন মেয়ে ঠিক আছে তো? তাজকেরা বিবি জানান, মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ায় বাড়িতে আটকে রাখার জন্য শেকল বন্দি করে রাখতাম। কিন্তু খুব চিৎকার করত। কুড়ি তারিখ দুপুর বেলার দিকে শেকল খুলে দিয়েছিলাম। সেই যে বেরোলো আর কোন খোঁজ নেই। ওর তো মাথার ঠিক নেই হয়তো এদিক ওদিক চলে গেছে। পুলিশ যাতে খুঁজে দেয় আমার মেয়েকে এটাই আবেদন করব।

দু কোটি টাকার সোনা আটক নদিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: দিনব্যাপী যৌথ অভিযানের চালিয়ে নদীয়ার সীমান্তবর্তী বিজয়পুরে গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার মোট ২৬টি সোনার বিস্কুট এবং ০৮টি সোনার চুড়ি পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের চেষ্টাকালে একটি পিস্তল, তিনটি কার্তুজ, একটি ম্যাগাজিন,দুই কেজি গাঁজা, ৬৯ বোতল ফেনসিডিলসহ মোট আট চোরাকারবারীকে আটক করা হয়। সোনার ওজন ৩.৫২৫ কেজি এবং আনুমানিক মূল্য ২১৮৫৫০০/- টাকা। বিএসএফ সূত্রে খবর ৩২ নং বাহিনীর বর্ডার পোস্ট বিজয়পুরের সীমান্ত এলাকার বিজয়পুর গ্রামের একটি সন্দেহজনক বাড়ি থেকে সোনা পাচার হচ্ছে। এরপর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিজয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশের সাথে বিজয়পুর গ্রামের সন্দেহজনক বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি অভিযান দল তিনটি বাড়ি থেকে মোট ২৪টি সোনার বিস্কুট এবং ০৮টি সোনার চুড়ি উদ্ধার করে এবং একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকেও গ্রেপ্তার করে।পরবর্তী সুমন বিশ্বাস নামক ব্যক্তি বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টাকালে ২ টি সোনার বিস্কুট সহ ধরা পড়ে। এই যৌথ অভিযানে ২৬টি সোনার বিস্কুট ও ৮টি সোনার চুড়ি উদ্ধার করে সোনার ওজন ৩.৫২৫ কেজি এবং আনুমানিক মূল্য ২১৮৫৫০০/- টাকা। বিএসএফ জওয়ানরা আবারও সীমান্ত গ্রাম বিজয়পুরে অভিযান চালায়।

বিশ্ব ফিলজফি দিবস নিয়ে আলোচনা সভা

আর এ মণ্ডল ● পাত্রসায়ের

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার “পাত্রসায়ের মহা বিদ্যালয়” এর উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং কলেজের দর্শন বিভাগ সহ “আই কিউ এ সি”-র সহযোগিতায় আলোচনা সভাটি ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর, ২ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো। “আই সি পি আর” এর পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রটি এর আহ্বায়ক ছিলেন ফিলোজফি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক জিয়াউর রহমান। মান্যবরেষু উপস্থিতি চেয়ারপার্সন ডঃ সন্তোষ কোনার অধ্যক্ষ পাত্রসায়ের মহা বিদ্যালয়, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি প্রফেসর মিসেস ওইশি ভট্টাচার্য, আই কিউ এ সি-র কোঅর্ডিনেটার ডঃ রিতুশ্রী সেনগুপ্ত। সম্মানিত স্পিকারগণ ছিলেন,- ডঃ গোপাল চন্দ্র খান অধ্যাপক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় , ডঃ মাহজীবন জাহান অধ্যাপক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় , শাহনাওয়াজ আলি রাইহান ফর্মার লেকচারার আল আখওয়ান ইউনিভার্সিটি, মরক্কো এবং পি এইচ ডি স্কলার অফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, জনাব সিদ্দিক আলম বেগ অধ্যাপক রায়গঞ্জ বিশ্ব বিদ্যালয়। অনুষ্ঠান শেষে যে সব ছাত্র ছাত্রীগণ ও অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ উল্লেখ্য আলোচনা বিষয়ের উপর লিখিত বস্তুনিষ্ঠ মতামত দেন তাঁদের মানপত্র সহ সংবর্ধনাও দেয়া হয়। পাত্রসায়ের ব্যতীত বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ছাত্রীসহ জনসাধারণের আগমন ছিল উল্লেখযোগ্য।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভোটদানের গুরুত্ব নিয়ে সচেতনতা সভা

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: ভোটারদের ভোটদানের গুরুত্ব ও সেই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন হলো কেশপুরে। রবিবার কেশপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে কলাগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০৪নং বুথে ভোটার তালিকা ২০২৩-এর বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনের জন্য সিস্টেমেটিক ভোটারস এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন এর অধীনে একটি মেগা সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন হয়েছিল। এদিন উক্ত অঞ্চলের এলাহি ভরসা স্ব সহায়ক দলের মহিলা ও স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডিপিআরডিও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ বিডিএমও কৌশিক অধিকারী, এসইও দীপক কুমার দাস সহ অন্যান্যরা। এদিন জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। উল্লেখ্য স্ব সহায়ক দল গঠনের নিরিখে কেশপুর ব্লক পশ্চিম মেদিনীপুরে এগিয়ে।

প্রাইমারি টিচার্স সংগঠনের সভা করিমপুরে

মিলটন মণ্ডল ● করিমপুর

আপনজন: শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নের দাবি নিয়ে উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সম্মেলন নদিয়ার করিমপুরে। রবিবার তিন দফা দাবি নিয়ে করিমপুরে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল করিমপুর মাঙ্গলিক লজে। এদিনের সম্মেলন থেকে দাবি তোলা হয় রাজ্যের সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়িকরণ, কর্মচারীদের ন্যায্য ডিএ প্রদান, এছাড়াও প্রতিবছর বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে বলে জোর আওয়াজ তোলেন অরাজনৈতিক সংগঠনটি। এদিন সম্মেলনে করিমপুর অঞ্চল তিনটি চক্রের কয়েকশ শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক ভাস্কর ঘোষ এবং নদিয়া জেলা সভাপতি সুজয় কুমার সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার

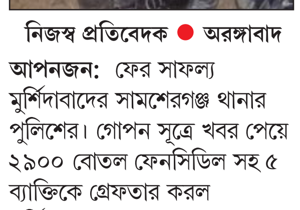

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফের সাফল্য মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২৯০০ বোতল ফেনসিডিল সহ ৫ ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। শনিবার রাতে সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশন রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। ধৃতদের কাছ থেকে মোট ২৯০০ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। হাত বদলের উদ্দেশ্যেই বিহারের দিক থেকে ফেনসিডিল গুলো সামসেরগঞ্জে নিয়ে এসেছিল বলেই প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। যদিও কি উদ্দেশ্যে এবং কোথায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফেনসিডিল গুলো নিয়ে আসা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

৮০ মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলেও জিতল পিএসজি

আপনজন ডেস্ক: লা আভর ০ - ২ পিএসজি
পরিস্থিতির শিকার পিএসজিকে ম্যাচের ১০ মিনিটেই নামাতে হয়েছে দুজন বদলি! একটি চোট, অন্যটি লাল কার্ডের কারণে। পরের কারণটা নির্ঘাতভাবে পিএসজির বেশি ক্ষতি করেছে। কেউ চোটে পড়ে মাঠ ছাড়লে আরেকজনকে খেলানো যায়। কিন্তু লাল কার্ড দেখলে তো আর সেই সুযোগ নেই। পিএসজিকে তাই পরের ৮০ মিনিট ১০ জন নিয়েই খেলতে হয়েছে। তবে এক খেলোয়াড় কম নিয়েও সমস্যা হয়নি। দুই সতীর্থ ফাবিয়ান রুইজের গুরুতর চোট আর জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার লাল কার্ডের ধাক্কা সামলে ঠিকই জয় তুলে নিয়েছে পিএসজি। নবাগত লা আভরের বিপক্ষে জয়ের ব্যবধান ২-০।
ম্যাচের ২৩ মিনিটে পিএসজিকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ৮৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন ভিতিনিয়া। এ জয়ে ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ-এর শীর্ষস্থান আরও দৃঢ় করল প্যারিসের ক্লাবটি। ১৪ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৩৩। দুইয়ে থাকা নিস সমান ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে আছে। আজকের হারে লা আভর রয়ে গেল নবম স্থানেই।
১৫ বছর পর ফ্রান্সের শীর্ষ লিগে উঠে আসা লা আভর পিএসজির বিপক্ষে নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছিল ২০০৯ সালে। পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে হওয়া সেই ম্যাচে হেরেছিল ৩-০ ব্যবধানে।
তবে আগের পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত থাকা লা আভর আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থেকেই ঘরের মাঠ স্তাদে ওশাঁয় খেলতে নেমেছিল। ম্যাচের ৭ মিনিটে দারুণ কিছুর আভাসও দেয়। দালের কুজইয়ায়েভের কর্নার কিক থেকে বক্সের জটলায় বল পান মোহাম্মদ বায়ো। তাঁর প্রচেষ্টা পিএসজি গোলরক্ষক দোন্নারুম্মা রুখে দেন। ফিরতি শটে গোলটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন গাওতিয়ের লরিস। তবে গোললাইন থেকে লরিসের শট ফিরিয়ে দেন কার্লোস সোলের। পরের মিনিটেই পিএসজির জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে রুইজের চোট। ২৭ বছর বয়সী স্প্যানিশ মিডফিল্ডার কাঁধে গুরুতর আঘাত পাওয়ার পর স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন। তাঁর বদলি নামেন উরুগুয়ের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মানুয়েল উগারতে।
এ ঘটনার কয়েক মিনিট পরেই পিএসজি কোচ লুইস এনরিকেকে আরেক বদলি নামাতে হবে, তা কে জানত! না, এবার কোনো চোট নয়। প্রতিপক্ষের লম্বা করে বাড়ানো বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে সামনে এসে পড়া লা আভরের স্ট্রাইকার জোসু কাসিমিরের ঘাড়ে লাথি মেরে বসেন দোন্নারুম্মা। কাসিমির মাঠে লুটিয়ে পড়লে দোন্নারুম্মাকে সঙ্গে সঙ্গে লাল কার্ড দেখান রেফারি বাস্তিয়েন দেচেপি। এনরিকেকে বাধ্য হয়ে নতুন গোলরক্ষক আরনাউ তেনাসকে নামাতে হয়। তেনাসকে সুযোগ করে দিতে উঠে যেতে হয় এ মৌসুমেই লিওঁ থেকে পিএসজিতে নাম লেখানো তরুণ ফরোয়ার্ড ব্রাডলি বারকোলাকে।
তবে জোড়া ধাক্কা দ্রুতই সামলে নিয়ে গোছানো ফুটবল খেলতে শুরু করে পিএসজি। সেটার সুফল পেতেও দেরি হয়নি। ২৩ মিনিটে এমবাপ্পের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। বক্সের কিনারে এমবাপ্পেকে ওত পেতে থাকতে দেখে তাঁর উদ্দেশে নিখুঁত পাস বাড়ান উসমান দেম্বেলে। 'শেষ আঁচড়' দিতে ভুল করেননি এমবাপ্পে। এবারের লিগে এটি তাঁর ১৫তম গোল। আর প্রতিযোগিতার সর্বশেষ তিন ম্যাচে পঞ্চম।
দ্বিতীয়ার্ধেও রক্ষণ ঠিক রেখে দারুণ ফুটবল খেলতে থাকে পিএসজি। ৭৪ থেকে ৭৫—এক মিনিটের মধ্যে রান্দাল কোলো মুয়ানি, মিলান স্ক্রিনিয়ার ও লুকাস এরনান্দেজ বদলি নামলে তাদের আক্রমণগুলো আরও গতি পায়। এমনি এক আক্রমণ থেকে দ্বিতীয় গোল পায় এনরিকের দল। গোলটা ভিতিনিয়া করলেও তাতে বড় অবদান শুরুতেই বদলি নামা উগারতের। নিজের শরীরকে ঘুরিয়ে লা আভরের কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যান উগারতে। এরপর বল বাড়ান ভিতিনিয়াকে। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে সহজেই ফাঁকি দিয়ে পিএসজির জয় নিশ্চিত করেন এই পর্তুগিজ মিডফিল্ডার।

অস্ট্রেলিয়াকে শেষ ম্যাচেও হারাল ভারত

আপনজন ডেস্ক: ভারত আগেই সিরিজ জেতায় বেঙ্গালুরুর ম্যাচটি ছিল স্রেফ নিয়ম রক্ষার। আনুষ্ঠানিকতার ওই ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়াকে ৬ রানে হারিয়ে দিয়েছে স্বাগতিকরা। এই জয়ে ৪-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের উৎসব করছে ভারত। স্বাগতিকদের ১৬০ রান তাড়া করে ১৫৪ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া।
টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে শ্রেয়াস আয়ারের ২টি ছক্কা এবং ৫টি চারে সাজানো ৩৭ বলে ৫৩ রানের হাফসেঞ্চুরি, অক্ষর প্যাটেলের ২১ বলে ৩১ এবং জীতেশ শর্মার ১৬ বলে ২৪ রানের ছোট্ট ক্যামিওতে ১৫০ পেরিয়েছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যে পাঁচজন বোলার বল করেছেন উইকেট পেয়েছেন তাদের সবাই।
১৬১ রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৫৫ রানে ৩ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। জশ ফিলিপ ৪, ট্রাভিস হেড ২৮ এবং অ্যারন হার্ডি আউট হন ৬ রান করে।
দলীয় স্কোর ১০০ পেরোনোর পর আউট হন টিম ডেভিড। খানিকটা পরে সাজঘরে ফেরেন ৫টি ছক্কায় ৩৬ বলে ৫৪ রানের ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি করা বেন ম্যাকডারমটও। তখনো ভালোভাবে ম্যাচে ছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু মুখেশ কুমার পরপর দুই বলে ২ উইকেট নিয়ে দারুণভভাবে ম্যাচ ফেরান ভারতকে।
শেষ দুই ওভারে জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ১৭ রান। আর শেষ ছয় বলে দরকার ছিল ১০ রান। আর্শদীপ সিংয়ের করা ইনিংসের শেষ ওভারের প্রথম তিন বলে কোনো রানই নিতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। উল্টো ম্যাথু ওয়েডের মূল্যবান উইকেটটিও হারায় তারা। পরের তিন বলে আসে আর মাত্র ৩ রান।
জয় থেকে ছয় রান দূরে থাকতে ইনিংস শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস।

ভারতের হার উদ্‌যাপন করে গ্রেপ্তার হওয়া ৭ কাশ্মীরির জামিন

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের হার উদ্‌যাপন করে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কাশ্মীরের সাত ছাত্র। স্থানীয় এক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সাত ছাত্রকে ভারতের আদালত আজ শর্ত সাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।
স্থানীয় আদালতের বিচারক সাত ছাত্রের জামিন মঞ্জুরের সময় দুটি শর্ত আরোপ করেছেন—তদন্তের প্রয়োজনে যেকোনো সময় তলব করা হলে তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে আর লিপ্ত হওয়া যাবে না।
গত ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনালে ফেবারিট হয়েও অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬ উইকেটে হেরে যায় স্বাগতিক ভারত। এরপর ওই সাত ছাত্র রোহিত-কোহলিদের হার উদ্‌যাপন করতে শুরু করেন। এ সময় তাঁরা ভারতবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন এবং পাকিস্তানের প্রশংসা করে উল্লাস করতে থাকেন। যাঁরা ওই সাত ছাত্রের সঙ্গে উদ্‌যাপনে অংশ নেননি, তাঁদের ভয়ও দেখান।
এ ঘটনায় অন্য এক ছাত্র থানায় অভিযোগ দিলে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। পরে পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার সাত ছাত্র ভীতি প্রদর্শন করায় তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমনসংক্রান্ত বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (আনলফুল অ্যাকটিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট, সংক্ষেপে

ইউএপিএ) পাশাপাশি অন্যান্য অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।
নরেন্দ্র মোদির সরকার কাশ্মীরি অধিবাসী, সাংবাদিক, ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এই ইউএপিএ আইন ব্যবহার করে আসছে। এ আইনের আওতায় কোনো অভিযোগ গঠন ছাড়াই কাউকে ছয় মাস আটক করে রাখা যায়। জামিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে গতকাল পুলিশ ইউএপিএ অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলে আদালত আজ ওই সাত ছাত্রের জামিন মঞ্জুর করেন। তাঁদের আইনজীবী শফিক ভাট বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই দেশই ওই অঞ্চলের পূর্ণ দখল দাবি করে। এতে করে অঞ্চলটি বিভক্ত হয়ে যায়। তবে দুই দেশই আলাদা আলাদা ভাগ শাসন করে। ১৯৮৯ সাল থেকে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে স্বাধীনতা অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে একত্র হওয়ার দাবিতে আন্দোলন হয়ে আসছে। এ নিয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও যুদ্ধে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিক, সৈনিক ও আন্দোলনকারী মারা গেছেন।
ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের বহু মানুষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানসহ ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলা যেকোনো দলকে সমর্থন করে আসছে। ভারতশাসিত কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পর আতশবাজি ফোটাতেও দেখা গেছে।
এর আগে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয় উদ্‌যাপন করায় ৭ জনকে ইউএপিএ আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেখানকার কয়েক শ ছাত্রের বিরুদ্ধে তদন্তও করা হয়েছিল।

লিভারপুলের আরেকটি প্রত্যাবর্তনের গল্প, জিতল চেলসিও

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুল ৪ : ৩ ফুলহাম
চেলসি ৩ : ২ ব্রাইটন
লিভারপুল ইতিহাসে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প আছে অনেক। তবে এবারের প্রিমিয়ার লিগে সেটা যেন নতুন ঢঙে লিখতে নেমেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। প্রথম ১৩ ম্যাচ থেকে ১২ পয়েন্টই এসেছে প্রথমে পিছিয়ে যাওয়ার পরও ঘুরে দাঁড়িয়ে।
আজ অ্যানফিল্ডে ক্লপের দল শুরুতে গোল হজম করেনি। তবে ফুলহামের বিপক্ষে ম্যাচের ৮৬ মিনিটে পিছিয়েছিল ৩-২ গোলে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানো যে দলের 'অভ্যাস' হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের আর আটকায় কে? দুই মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে লিভারপুল ম্যাচ জিতে গেছে ৪-৩ ব্যবধানে। লিভারপুলের জয়ের রাতে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে চেলসিও। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় দশজন নিয়ে খেলেও ব্রাইটনের বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে মরিসিও পচেত্তিনোর দল।
অ্যানফিল্ডে লিভারপুল প্রথম গোলটি পায় ফুলহামের সৌজন্যে। আলেক্সান্ডার আর্নল্ডের ফ্রি কিক আটকাতে গিয়ে ফুলহাম গোলকিপার বার্নড লেনো নিজের জালে বল পাঠান। তবে চার মিনিট বাদেই ফুলহামকে ১-১ সমতায় নিয়ে আসেন লিভারপুলেরই সাবেক খেলোয়াড় হ্যারি উইলসন। ৩৮ মিনিটে আবার এগিয়ে যায় লিভারপুল। এবার ফুলহাম রক্ষণের ভুলে ফাঁকায় বল পেয়ে জোরালো শটে লিভারপুলকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন মাক অ্যালিস্টার। সর্বশেষ দলবদলে অ্যানফিল্ডে যোগ দেওয়ার পর এটিই বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের লিগে প্রথম গোল। এরপরও অবশ্য স্বস্তি নিয়ে বিরতিতে যেতে পারেনি লিভারপুল।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফুলহামের পক্ষে ২-২ সমতা নিয়ে আসেন কেনি তেতে।
দ্বিতীয়ার্ধের আধা ঘণ্টা পরও সমতায় থাকা ম্যাচটি ৮০ মিনিট থেকে নাটকীয়তা দেখাতে শুরু করে। লিভারপুলের রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগে ফুলহামকে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে নেন ববি রেইদ। পরের ছয় মিনিটও এই ব্যবধানে ম্যাচ চলার পর ৮৭ মিনিটে লিভারপুলকে সমতায় ফেরান ওয়াতারু এনদো।
জাপানি মিডফিল্ডারের জোরালো শট আটকানোর সুযোগই ছিল না ফুলহাম গোলকিপারের। এর পরের মিনিটে লিভারপুলকে চতুর্থ গোলটি এনে দেন ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড। দুই মিনিটের মধ্যে ম্যাচের চিত্র পাল্টে শেষ পর্যন্ত ৪-৩ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ক্লপের দল।

১৪ ম্যাচে ৬ হার, বিপদ বাড়ছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের

আপনজন ডেস্ক: ১৪ ম্যাচে ৮ জয়ের বিপরীতে ৬ হার, নেই কোনো ড্র। প্রিমিয়ার লিগে চলতি মৌসুমে শীর্ষ দশে থাকা আর কোনো দল এত ম্যাচে হারেনি। যে ধারায় সর্বশেষ সংযোজন গতকাল নিউক্যাসলের বিপক্ষে তাদের মাঠে ১-০ গোলের হার। জয় ও হারের মাঝামাঝিতে কোনো ড্র ম্যাচ না থাকায় শীর্ষ চারের দলগুলোর সঙ্গে ইউনাইটেডের পয়েন্টের ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে।
সাতে নেমে যাওয়া ইউনাইটেডের চেয়ে এই মুহূর্তে ৯ পয়েন্টে এগিয়ে আছে শীর্ষে থাকা আর্সেনাল। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে শীর্ষস্থান তো বটেই, সেরা চারের লড়াই থেকেও ছিটকে যেতে হতে পারে ইউনাইটেডকে।
নিউক্যাসলের বিপক্ষে তাদের মাঠে গতকাল রাতে শুরু থেকেই ভুগেছে ইউনাইটেড। এই ম্যাচে ইউনাইটেড কতটা নখদন্তহীন ছিল, সে প্রমাণ মিলবে একটি পরিসংখ্যানে। এই ম্যাচে ৫৮ শতাংশ বলের দখল রেখে শট নেয় ২২টি। যার ৪টিই ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে ৪২ শতাংশ বলের দখল রাখা ইউনাইটেড ৮টি শট নিলেও যার মাত্র একটি তারা লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে।
এর মধ্যেও দু-একটি সুযোগ সামনে এলেও সেগুলোও কাজে লাগাতে পারেনি তারা। সুযোগ হাতছাড়া করেছে নিউক্যাসলও।

'মৃত্যুকূপে' স্পেন, ইতালির সঙ্গে ক্রোয়েশিয়া

আপনজ ডেস্ক: ট্রফি ধরে রাখার অভিযানে শুরুতেই কঠিন পরীক্ষায় ইতালি। ইউরোর বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা ২০২৪ আসরের গ্রুপ পর্বে পেয়েছে ইউরোপীয় ফুটবলের দুই বড় শক্তি স্পেন ও ক্রোয়েশিয়াকে। কাল জার্মানির হামবুর্গে অনুষ্ঠিত ইউরো ২০২৪-এর ড্রতে এটিই বড় 'মৃত্যুকূপ'। আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হবে এবারের ইউরো। ড্রতে তুলনামূলক কঠিন গ্রুপ পেয়েছে ফ্রান্সও। সর্বশেষ দুটি ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা ফরাসিরা 'ডি' গ্রুপে পেয়েছে নেদারল্যান্ডস ও অস্ট্রিয়াকে। প্লে-অফ থেকে এসে সঙ্গে যোগ দেবে পোল্যান্ড, ওয়েলস, ফিনল্যান্ড বা এস্তোনিয়ার যেকোনো একটি। ২০২০ ইউরোর রানার্সআপ ইংল্যান্ড পেয়েছে ডেনমার্ক, স্লোভেনিয়া ও সার্বিয়াকে। তুলনামূলকভাবে স্বস্তিদায়ক গ্রুপ পেয়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগালও। 'এফ' গ্রুপে পর্তুগিজদের সঙ্গী তুরস্ক ও চেকিয়া। সঙ্গে প্লে-অফ থেকে এসে যোগ দেবে জর্জিয়া, গ্রিস, কাজাখস্তান ও লুক্সেমবার্গের একটি দল।
ইউরো ২০২৪-এর গ্রুপিংএএফপি প্লে-অফ থেকে যে তিনটি দল ইউরোয় জায়গা করে নেবে, তাদের একটি যাবে গ্রুপ 'ই'তে। এই গ্রুপে আছে বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া ও রোমানিয়া। তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে প্লে-অফের ইসরায়েল, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, ইউক্রেন ও আইসল্যান্ডের যেকোনো এক দল।

খয়রাশোল দক্ষিণ চক্রের উদ্যোগে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম
আপনজন ডেস্ক: রবিবার আন্তর্জাতিক বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস বীরভূম জেলার খয়রাশোল দক্ষিণ চক্রের উদ্যোগে আজ উক্ত চক্রের সমস্ত বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে নানান সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয় কাঁকরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।এদিনের অনুস্টানে উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল দক্ষিন চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহম্মদ রবিউল ইসলাম,স্পেসাল এডুকেটর গলেন রায়,কেকা সাহা,শিক্ষাবন্ধু ইকবাল আলম, সেখ রকিবউদ্দীন প্রমুখ।পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর,পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্ম্যাধ্যক্ষ প্রান্তিকা চ্যাটার্জি, শিক্ষক উজ্জল হক কাদেরী,সমাজসেবী সেখ জয়নাল সহ বহু বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গ।অংশগ্রহণকারী সকল শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে খয়রাশোল দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রবিউল ইসলাম জানান- "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা সমাজের অন্যান্য শিশুদের থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন নয়।তারাও এই সমাজের সব শিশুর মতোই শিক্ষা দীক্ষায় এগিয়ে থাকবে। প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সাফল্যের শিখরে তারাও যেতে পারবে।এটাই হলো বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের আসল লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য"।

রাজ্য স্কুল মার্শাল আর্টে সুযোগ বর্ধমান দুবরাজদীঘি হাই স্কুলের জিৎ মণ্ডলের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান
আপনজন ডেস্ক: বর্ধমান দুবরাজ দীঘি হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র জিৎ মন্ডল রাজ্য স্কুল মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ছাড়পত্র অর্জন করেছে। কয়েকদিন আগেই জেলার মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে জিৎ । স্বভাবতই খুশির হাওয়া বর্ধমান দুবরাজ দীঘি হাই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা দের মধ্যে । আগামী ৩ তারিখ আসানসোলে রাজ্যস্তরের মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ছুটির পর ছাত্রের অনুশীলন দেখে নিলেন শিক্ষকগণ। পঠন পাঠনের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য বিভাগে পারদর্শী করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বর্ধমান দুবরাজ দীঘি হাই স্কুল ।চলছে গান ,নাচ অঙ্কন সহ মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবকুমার মালিক জানালেন এই সব প্রশিক্ষণ আমাদের স্কুলের নিজস্ব তহবিল থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শেখানো হচ্ছে ।আমরা চাই

লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক মানসিক ভাবে তারা দক্ষ হয়ে উঠুক । যাতে আগামী দিনে এরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে ।শেষে বলেন আমরা আশাবাদী জিৎ মন্ডল রাজ্য মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করবে। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাসুদ রেজা চৌধুরী জানালেন স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।জিৎ মন্ডলের সাফল্য স্কুলের অন্যান্য পড়ুয়ারা এগিয়ে আসবে। জিৎ মন্ডল এই মুহূর্তে ব্রাউন বেল্ট পেয়েছে আগামী দিনে মার্শাল আর্টের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা স্কুলের পক্ষ থেকে করা হবে যাতে এর মাধ্যমে ও স্বনির্ভর হতে পারে।

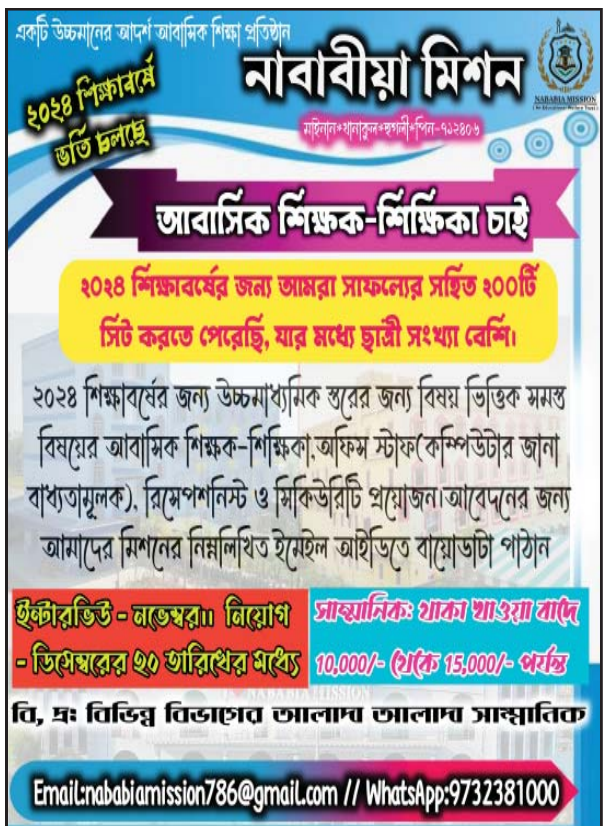

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**